## খোঁজ চলছে খুনির

কৃষ্ণনগরে বাড়িতে ঢুকে ছাত্রীকে খুনে অভিযুক্ত দেবরাজ গোরখপুরে? সন্ধান চলছে। দেবরাজের বেশ কিছু অপরাধমূলক কাজের সন্ধান মিলেছে। ঘটনায় বাবা-মাও অবাক। মঙ্গলবার শেষকৃত্য হয়েছে ছাত্রীর

# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

## ফের নিম্নচাপ

নতুন করে তৈরি নিম্নচাপ। শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। আকাশ কখনও আংশিক মেঘলা থাকবে

## ছাত্র ভোটে বাধা দেয়নি রাজ্য কোর্টে তথ্য তুলে বললেন কল্যাণ

## দুর্নীতির দোসরদের পাশে রেখে মোদির বৈঠক, তোপ তৃণমূলের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৪ ● ২৭ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১০ ভাদ্র ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 94 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 27 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

### চোরেদের সর্দারদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর ■ বাংলার অপমান মানব না

# বিজেপির ললিপপ কমিশন

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

নির্বাচন কমিশন বিজেপির ললিপপ। বিজেপির নির্দেশমতোই কাজ করছে কমিশন। বর্ধমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক কার্পেট বম্বিং করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে নেত্রীর তোপ, মোদির পাশে সব চোরেরা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে কথায়, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র চোরেদের আখড়া। নির্বাচন কমিশনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না! দেশের মানুষ ক্ষমা করবেন না। তাঁর কথায়, বিজেপি নেতারা বারবার আসে আর বলে, বাংলায় নাকি সব বাংলাদেশিরা থাকে। ১৯৪৭ সালের পরে যখন দেশ ভাগ হয়েছিল, তখন আপনারা

(এরপর ৫ পাতায়)

### ভিতরের পাতায়

- ধান উৎপাদনে সেরা বাংলা
- ১৯ হাজার কোটি ব্যয়ে ৯১ কোটি শ্রমদিবস
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলার বাড়ি, তালিকা দিন
- ডিভিসির ছাড়া জলে ভাসছে বাংলা
- বিজেপি রাজ্যে শ্রমিক নির্যাতন

বর্ধমানে সরকারি পরিষেবা প্রদান ও প্রশাসনিক জনসভা। জনতার অভিনন্দনের মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিচে তুলে দিচ্ছেন পরিষেবা।

## মুখ্যমন্ত্রীর লেখা-সুরে গান দুর্গাপুজোয়

প্রতিবেদন : বাংলা ও বাঙালির বড় উৎসব আর পুজোর গান— এক অপূর্ব মেলবন্ধন। এখন দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে বাজে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর করা গান। এবারও বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের জন্য গান লিখছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বর্ধমানের প্রশাসনিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানালেন এবার কী গান এখনও পর্যন্ত লিখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমাকে কিছু পুজোর জন্য গান লিখতে হয়। এই বছর ইতিমধ্যেই এক পুজো মণ্ডপের জন্য গান লেখা হয়ে গিয়েছে। সেই পুজো মণ্ডপের থিম ও গানের প্রথম লাইন জানিয়েছেন নিজেই। তিনি বলেন, কলকাতার একটা প্যান্ডেল সব শস্য দিয়ে মণ্ডপ করছে।

(এরপর ৫ পাতায়)

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### মুক্তি

এই ভাবে আমি মুক্ত
মুক্তি ভাবে আমি কোথায়?
যুক্তি-তক্কের সবাই ভক্ত
ভক্তবাসি যায় গোল্লায়!
বাইরের মুক্তি, ভেতরের বন্ধন
বন্ধনীর মাঝে বন্ধকতা
মুক্তি নয়, মুক্তি কোথায়
মুক্তি, তুমি মুক্তোমালার ব্যথা।।

অসুস্থ সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে দেখে এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে হাসপাতাল অধিকর্তা ডাঃ মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

## গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রস্তুতি বৈঠক টিএমসিপি নেতৃত্বের

প্রতিবেদন : কাল, বৃহস্পতিবার ২৮ অগাস্ট। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। কলকাতার রাজপথের দখল নেবে ছাত্র সমাজ। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শামিল হবে ছাত্র-ছাত্রীরা। এই বিশাল ছাত্র সমাবেশের প্রধান বক্তা জননেত্রী মমতা

(এরপর ৭ পাতায়)

## দিনাজপুরে ৬, জঙ্গিপুরে ৯ আসন ছাব্বিশের টার্গেট দিলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : দক্ষিণ দিনাজপুর ও জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় কার্যত ২০২৬-এর নির্বাচনের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সিটি অফিসে দুই জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে দীর্ঘ সময় বৈঠক করেন। সেখানে দুই জেলার সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বিধানসভা ধরে ধরে পর্যালোচনা করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

(এরপর ১০ পাতায়)

জঙ্গিপুরের নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

## খেজুরি খুনে কোর্টের ভরসা সিআইডিতেই

প্রতিবেদন : আস্থা নেই সিবিআই তদন্তে। খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনার তদন্তভার সিআইডি-কেই দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলার তদন্ত যে সিআইডি-কে দেওয়া হবে, তার প্রাথমিক ইঙ্গিত ছিলই। সোমবার এই সংক্রান্ত শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে রীতিমতো তুলোধোনা করেন। মামলাকারী সিবিআই

(এরপর ১১ পাতায়)

## তারিখ অভিধান

### ১৮৫৯

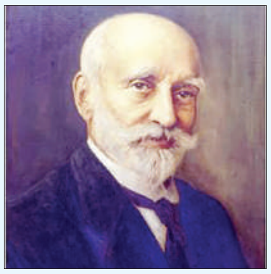

**দোরাবজি টাটা** (১৮৫৯-১৯৩২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জামশেদজি টাটার পর তিনিই টাটা শিল্প সংস্থার হাল ধরেন। ইস্পাত শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্র ও হোটেল শিল্পে টাটা পা রাখে তাঁরই হাত ধরে। বিমা শিল্পেও তিনি নিয়ে আসেন নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁকে স্যার উপাধি দেন।

### ২০০৬

**হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়**

(১৯২২-২০০৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও কাহিনিকার। ‘গুড্ডি’, ‘মিলি’ প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ ছবির পাশাপাশি সাধারণ মানের হিন্দি ছবিও করেছেন, যেমন ‘দো মিল’, ‘বিবি আউর মকান’, ‘বুঢঢা মিল গয়া’ প্রভৃতি। কাহিনিকার হিসেবে তাঁকে পাওয়া গিয়েছে ‘অভিমান’, ‘আনন্দ’, ‘আশীর্বাদ’ প্রভৃতি ছবিতে। সম্পাদনা করেছেন রাজেন তরফদারের ‘গঙ্গা’সহ একাধিক বাংলা ছবিও। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করেন।

### ১৯০৮

**স্যার ডন ব্র্যাডম্যান** (১৯০৮-২০০১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত। ৫২টি টেস্ট খেলে রানের গড় ৯৯.৯৪। শত রানের সংখ্যা ২৯, অর্ধশত রান করেছেন ১৩ বার। সর্বোচ্চ রান ৩৩৪। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ৪৫২ নট আউট।

### ১৯৯৭

**বাসু ভট্টাচার্য** (১৯৩৪-১৯৯৭) এদিন প্রয়াত হন। ১৯৬৬ সালে তাঁর পরিচালিত ‘তিসরি কসম’ সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যে আছে ‘আবিষ্কার’, ‘গৃহপ্রবেশ’, ‘উসকি কাহিনি’ প্রভৃতি। ‘আবিষ্কার’-এ শর্মিলা ঠাকুরের বিপরীতে অভিনয় করেন রাজেশ খান্না ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। ১৯৬৭-তে সেরা পরিচালক হিসেবে বাসু ভট্টাচার্য রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। টানা দশ বছর ইন্ডিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

### ১৮৬৯

**নগেন্দ্র সর্বাধিকারী**

(১৮৬৯-১৯৪০) এদিন হুগলির রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সূর্যকুমার ছিলেন ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডিন। নগেন্দ্র ভারতে ফুটবল খেলার জনক। মাত্র দশ বছর বয়সে ময়দানে গোরা সৈনিকদের ফুটবল খেলা দেখে আকৃষ্ট হন। তারপর হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদের নিয়ে ফুটবল টিম তৈরি করেন। তাঁকে উৎসাহ জোগান প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অধ্যাপক স্ট্যাক। সমসাময়িক বাঙালি খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেলেলেও তিনি বুট পরে খেলতেন। ১৮৭৭-১৯০২-এর মধ্যে তিনি ৭০০রও বেশি ম্যাচ খেলেছেন। দর্শক ও সহ-খেলোয়াড়রা তাঁকে ‘হুজুর’ নামে ডাকতেন। খেলাধুলোর পাশাপাশি সংগীত ও সাহিত্যেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

### ১৯৭৬

**মুকেশ** (১৯২৩-১৯৭৬) চিরদিনের জন্য সুরলোকে চলে গেলেন। হিন্দি ছবির নেপথ্যশিল্পী। শো-ম্যান রাজ কাপুরের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একসময় কে এল সায়গালের গান খুবই গাইতেন, পরে অবশ্য স্বতন্ত্র নিজস্ব এক গায়কি তৈরি করেন। ‘কঁহি দূর যব দিন ঢল যায়ে’, ‘কভি কভি মেরে দিলমে’ বা ‘ম্যায় পল দো পলকা শায়ের হু’, ‘বোল রাধা বোল’— এই গানগুলোর কথা ভাবলেই তাঁর গলাটাই কানে বাজে। রফি-কিশোর-মান্নার সঙ্গে টক্কর দিতে হত তাঁকে। তাই তো আজও তাঁর গানের জনপ্রিয়তায় এক ফোঁটা ভাটা পড়েনি।

### ১৯৭৯

**লর্ড মাউনটব্যাটেন** (১৯০০-১৯৭৯) এদিন মারা যান। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভারতের গভর্নর জেনারেল করে পাঠায়। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন ১৯৪৮-এর জুনে ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। শোনা যায়, ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন নাকি দাঙ্গা থামাতে অসমর্থ ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির তারিখ ১৫ অগাস্ট বাছেন। আজকের দিনে আয়ারল্যান্ডের ডোনেগাল বে-তে তাঁর নৌযানে এক বিস্ফোরণে তিনি নিহত হন।

## ২৬ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১০১১৫০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১০১৬৫০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৯৬৬০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ১১৭০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ১১৭১০০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৮.৭০ | ৮৭.১৬ |
| ইউরো | ১০৩.৭০ | ১০১.৬৬ |
| পাউন্ড | ১১৯.৮০ | ১১৭.৬৫ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ শ্রদ্ধা কাপুর

## পার্টির কর্মসূচি

২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের পাণ্ডুয়া বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় ইউনিটের প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

……

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৪৮৬

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | ৬ | ■ | ৭ | | | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ৮ | ৯ | |
| ১০ | | ১১ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ■ | ১২ | | ১৩ | ■ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |
| ১৭ | | | ■ | ১৮ | | | |

**পাশাপাশি :** ১. গণেশ ৩. সৌজন্য, ভদ্রতা ৫. পণ্ডিত ৭. নিমেষ, অত্যল্প কাল ৮. ধনবান ১০. ইচ্ছা, অভিলাষ ১২. ভারতের জনজাতিবিশেষ ১৪. বিনাশ, শেষ ১৭. এরোপ্লেন ১৮. লবণ বিক্রেতা।

**উপর-নিচ :** ১. লোপরহিত ২. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ ৩. ভেদাভেদ ৪. যুদ্ধসংক্রান্ত, সামরিক ৬. জনহীন স্থান ৯. ভস্ত্রা ১১. উপঢৌকন, ভেট ১৩. খোসা ১৫. হাজত, কারাগার ১৬. আগ্রহ।

■ **শুভজ্যোতি রায়**

**সমাধান ১৪৮৫ : পাশাপাশি :** ১. অবৈধজনতা ৬. রদ ৮. মধুক ৯. সঞ্চারিকা ১০. হাসিমুখ ১২. আঙুর ১৩. নম ১৫. গণেশশৈশব। **উপর-নিচ :** ২. বৈঠক ৩. জলত্রাস ৪. তার ৫. কমলহাসান ৭. দমকাখরচ ১১. খঞ্চাপোশ ১২. আবেশ ১৪. মগ।

**সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

**Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY**
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd.,
20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

27 August, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৭ অগাস্ট
২০২৫
বুধবার

## বর্ধমানে প্রশাসনিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়

# ধান উৎপাদনে দেশে সেরা বাংলা:মুখ্যমন্ত্রী

**প্রতিবেদন :** ধান উৎপাদনে বাংলা এবার সারা ভারতে প্রথম। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে এই কথা জানিয়ে বর্ধমান জেলাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানালেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ধমান জেলা ধান উৎপাদনে প্রথম।

আপনাদের অভিনন্দন জানাই। ধান উৎপাদনে বাংলা এবার গোটা ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছে। তাই কৃষকবন্ধুদের, খেতমজদুরদের আমি অভিনন্দন জানাই। বাংলার মাটিকে আমি সম্মান জানাই। এটা আমাদের চাষিভাইদের, খেতমজুরদের গর্ব। এদিকে, লাগাতার বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক চাষের জমি। কিন্তু কল্পতরু হয়ে বাংলার কৃষকদের পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাষের ক্ষতিতে যাবতীয় ক্ষতিপূরণ পাবেন বাংলার কৃষকেরা।

# ৯১ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে কর্মশ্রীতে

**প্রতিবেদন :** কেন্দ্র বঞ্চনা করে। বাংলা করে উন্নয়ন। একশো দিনের কাজে বাংলার বকেয়া দেয়নি কেন্দ্র। তারপরই কেন্দ্রের তোয়াক্কা না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। সেই কর্মশ্রী প্রকল্পে নজির তৈরি করেছে বাংলা। একশো দিনের কাজে বঞ্চিতদের বকেয়া মিটিয়েছে রাজ্য। তারপর কর্মশ্রী প্রকল্পে রাজ্য জুড়ে ৭৮ লক্ষ জব কার্ড দেওয়া হয়েছে। ১৯ হাজার কোটি টাকা খরচ করে ৯১ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে। এই জেলাতেও ২০ লক্ষ ৪ হাজার মানুষকে কাজ দেওয়া হয়েছে কর্মশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সেই খতিয়ান তুলে ধরেন।

### নির্মাণ হয়েছে ৪৭ লক্ষ বাংলার বাড়ি

# বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তালিকা দেওয়ার নির্দেশ জেলাশাসকদের

**প্রতিবেদন :** বন্যায় যে-সমস্ত বাড়ি ভেসে যাচ্ছে তার তালিকা তৈরি করে মুখ্যসচিবের কাছে দেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লাগাতার বৃষ্টিতে গ্রামাঞ্চলে মাটির বাড়িগুলি ভেঙে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন মানুষ। তাই এবার তাঁদের মাথার উপর বাসস্থান তৈরি করে দিতে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রের বঞ্চনায় বাংলার বাড়ি দু'বছর ধরে বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। সেখানেও ভরতুকি দিয়ে গরিব মানুষের মাথার উপর চালের সংস্থান করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বর্ধমানের সভা থেকে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ৪৭ লক্ষ বাংলার বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি বছরে ১২ লক্ষ বাড়িকে পাকা করার জন্য ইতিমধ্যেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ১৬ লাখ বাংলার বাড়ির জন্য ডিসেম্বর মাসে টাকা দেওয়া হবে। বাকি টাকা তাঁরা হাতে পাবেন জুন মাসে।

# যেমন ইচ্ছে জল ছাড়ছে ডিভিসি, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

**প্রতিবেদন :** লাগাতার বৃষ্টিতে নদীগুলি বিপদসীমায় বইছে। নিচু জায়গাগুলি ভেসে গিয়েছে জলে। এর মধ্যে ডিভিসি জল ছেড়ে আরও বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে বাংলার মানুষকে। এই নিয়ে আগেই সোচ্চার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের একবার জল ছাড়া নিয়ে ডিভিসিকে আক্রমণ করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার লাগামছাড়া বৃষ্টি। আর ডিভিসির ছাড়া জল জেলাগুলিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওরা মাইথন, পাঞ্চেত বাঁধ থেকে যেমন ইচ্ছে জল ছাড়ছে। বারবার বলার পরও শুনছে না। সৌজন্য বজায় রেখে ডিভিসির কাছে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। আবেদনে বারবার বলা হয়েছে যে, বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়ার আগে যেন জানানো হয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের। কিন্তু তারপরও ডিভিসি কাউকে না জানিয়ে জল ছেড়েই চলেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# জবাব

মোদির পাশে সব চোরেরা। কখনও অসমের নেতা। কখনও মহারাষ্ট্রের নেতা। কখনও উত্তরপ্রদেশের নেতা। কখনও বাংলার গদ্দার অধিকারী। তাদের পাশে বসিয়ে মিটিং করছেন, আর তিনিই কিনা বেরিয়েছেন চোর ধরতে। হাস্যাস্পদ ব্যাপার। উত্তরপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র চোরেদের আখড়া। অথচ বিজেপি রাজ্য বলে সাতখুন মাফ। এটাই হচ্ছে বিজেপির চরিত্র। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে প্রত্যেক রাজ্যে কমিশনকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের শাখা-সংগঠন হিসেবে কাজ করার জন্য। কমিশন যেন একেবারে বিজেপির ললিপপ। এ-জিনিস চলতে পারে না। ভোটের আগে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করার মতো নেতারা আসবেন আর বাংলার মানুষকে বাংলাদেশি বলে দাগা দিয়ে যাবেন, এটা এবার বন্ধ করতে হবে। স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব-বাংলা ভাগ হয়েছিল। বিজেপির তৎকালীন সব নেতাই সায় দিয়েছিলেন। লড়াই করেছিল বাংলা-পাঞ্জাব। তাই তো আন্দামানের সেলুলার জেলে গেলেই দেখা যাবে সেখানে ৭০ শতাংশ বন্দি ছিলেন এই দুই রাজ্যের বিপ্লবীরা। যাঁরা দেশে স্বাধীনতা আনলেন তাঁদেরকে অপমান! তাঁদেরকে চোর অপবাদ! চোরেদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিটিং করবেন আর বাংলাকে অপবাদ দেবেন, এসব বন্ধ করুন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্ধমানের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন, বাংলার অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না বাঙালি। অনেক ঘাম-রক্তের পরিবর্তে স্বাধীনতা এসেছে। বাংলার বিপ্লবীদের প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অপমান করার সাহস কে দিয়েছে বিজেপিকে? বারবার ভোটে হেরে মরিয়া হয়ে দাঁত-নখ বের করেছে বিজেপি। তৈরি বাংলাও। সমুচিত জবাব দেবে ছাব্বিশের ভোটে।

## e-mail থেকে চিঠি

### এ ভারি আজব কথা !

মূল্যবৃদ্ধি সর্বনিম্ন! এই দাবি স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নরের। তিনি বলছেন, এই জুলাই মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার কমতে কমতে মাত্র ১.৫৫ শতাংশ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও সেই সুরে কথা বলছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। নিত্যদিন বাজারে বেরিয়ে মধ্যবিত্তের যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তার সঙ্গে আরবিআই কর্তার দাবি মেলানো মুশকিল। অথচ শীর্ষ ব্যাঙ্ক কর্তা বলছেন, ‘নীতি নির্ধারণ কমিটির আদর্শ নীতি এবং লাগাতার সরকারি নিখুঁত আর্থিক ভারসাম্যের জেরে এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। ৬৯ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার রয়েছে এখন। যা ক্রমেই বাড়ছে। আর্থিক ঘাটতি কমছে। বাস্তবের সঙ্গে ফারাকটা এখানেই। কারণ, মাত্র ছ’দিন আগে বাণিজ্য মন্ত্রক তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছিল, অর্থনীতির চালিকাশক্তি আটটি কোর সেক্টর বিগত বছরের তুলনায় এক ধাক্কায় বৃদ্ধিহারে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। বিগত আর্থিক বছরের জুলাই মাসে আটটি কোর সেক্টরের বৃদ্ধিহার ছিল ৬.৩ শতাংশ। আর সেটা এবার জুলাই মাসে হয়েছে মাত্র ২.২ শতাংশ। সবথেকে খারাপ অবস্থা কয়লা সেক্টরের। ১২ শতাংশ কমে গিয়েছে বৃদ্ধির হার। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিই হল সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও কয়লা। অথচ, এই প্রত্যেকটির বৃদ্ধিহার কমে চলেছে। বাজারে চাহিদা নেই। তাই উৎপাদনও কমছে। এখানেই শেষ নয়, অর্থমন্ত্রক কিছুদিন আগেই জানতে পেরেছে, অটোমোবাইল থেকে ভোগ্যপণ্য, সর্বত্র কমে যাচ্ছে বিক্রি। সবথেকে উদ্বেগজনক প্রবণতা বয়ে এনেছে গণেশ চতুর্থী। এই উৎসব থেকেই শুরু হয়ে যায় বস্তুত দেশের উৎসব মরশুমের কেনাকাটা। এর জোয়ার চলে দুর্গাপুজো, দশেরা, দীপাবলি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হয়ে ছটপুজো পর্যন্ত। কিন্তু এ পর্যন্ত শুভসূচনাই হয়নি! অর্থাৎ গণেশ চতুর্থীর আগে কোনও উৎসবের বাজার জমে ওঠার প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং কী হচ্ছে আর কী বলা হচ্ছে, দুটোর তালমিল হচ্ছে না।

— **সুবীর কীর্তনীয়া, কসবা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

---

# মাখনচোর বনাম ভোটচোর

## কৃষ্ণ ও বিজেপি

কৃষ্ণের মাখন চুরি। বিজেপির ভোট চুরি। এই দুটি বিষয় নিয়ে রাজনীতি তোলপাড়। আলোচনা করছেন **দেবাশিস পাঠক**

চুরির পেছনে, চোর-পরিচয়ের পেছনে সভ্য-অসভ্য তত্ত্বের বিষয়টা ধরে ফেলেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ‘কালাচাঁদ’-এ তিনি লিখেছেন, ‘চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না কয়? বঞ্চনা কাহাতে নাই?... ছোটলোক সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, আর বড়লোকে কথার কৌশলে, বুদ্ধির জোরে চুরি করে। আমরা অসভ্য চোর, তাহারা সভ্য চোর।’ ইদানীং দুজনের ‘চোর’ পরিচয় নিয়ে দেশ জুড়ে শোরগোল উঠেছে।

**এক,** কৃষ্ণের মাখন চুরি। দুই, বিজেপির ভোট চুরি। এই দুজনের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কথা অনুযায়ী কোন জনকে সভ্য চোর বলব আর কোন জন অসভ্য চোর, তাই নিয়ে আমরা রীতিমতো ‘কনফিউজড’। বিজেপির এক মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কৃষ্ণকে ‘মাখন চোর’ বলা যাবে না। কারণ, সম্ভবত, সুরদাস কর্তৃক সংকলিত ‘সুর সাগর’-এ স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন, ‘মাইয়া, ম্যায় নহি মাখন খায়া’। নররূপী হলেও ভগবান দুষ্টুমির ছলে মিথ্যা বলতে পারেন না।

আবার, মোদি-শাহ-নির্বাচন কমিশন একেবারে ভগবানপ্রতিম। তাঁদের কোনও অস্বীকরণকে ভুয়ো কথা বলার অধিকার এদেশের কারও নেই।

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ বিড়াল বলছে, ‘চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী’। সে আরও বলে, ‘অধর্ম চোরের নহে, চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর’। এখন প্রায় একইরকম কথা শুনিয়েছেন মোহন যাদব। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। মধ্যপ্রদেশ বিজেপি-শাসিত রাজ্য। সুতরাং, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের ধর্মীয় নীতি- সাম্প্রদায়িক আদর্শ মেনেই কৃষ্ণের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজে নেমেছেন। মোহন যাদব বলছেন, কৃষ্ণকে ‘মাখনচোর’ বলা যাবে না। তার কারণ দ্বিবিধ। **এক,** কৃষ্ণ ভগবান। ‘ভগবানকে আবার চোর বলা যায় নাকি!’ ওই, বিজেপি আবার চোর হতে পারে নাকি গোছের যুক্তি।

**দুই,** কৃষ্ণ বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন। চুরি করার কোনও দরকার ছিল না তাঁর। স্মর্তব্য, কমলাকান্তের বিড়ালও বলেছিল, ‘খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।’

সেই বিড়াল এটাও বলেছিল, ‘কিন্তু তাঁহাদের (তথাকথিত সাধুদের) প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোর চুরি করে।’

মোহন বলেছেন, একেবারে গেরুয়া ঘরানার স্বকপোলকল্পিত ইতিহাসের সূত্র মেনে বলেছেন, ‘সেই সময়ে হাজার হাজার গোরুর দুধ থেকে মাখন তৈরি করে মথুরায় পাঠানো হত। মথুরার রাজা তখন কংস। মাখনের হাঁড়ি ভেঙে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কৃষ্ণ। গোপাল (শ্রীকৃষ্ণনের অষ্টোত্তর শতনামের অন্যতম) রাখালদের উদ্দেশে বলেছিলেন, “তোমরা মাখন খেয়ে নাও। তারপর হাঁড়ি ভেঙে ফেলো। কিন্তু মনে রেখো, একটা হাঁড়িও যেন শত্রুদের হাতে না যায়”।

একেবারে গেরিলা যুদ্ধের পোড়ামাটি নীতি। এতে, প্রতিবাদের এই ধরণে যে চরমপন্থী বিপ্লবী নীতির ছায়া প্রলম্বিত, সেটা হয়তো মোহন যাদব মহাশয় লক্ষ করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চৌর্য বিষয়ক আলোচনায় সমকালীন ভারতবর্ষে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত, স্পষ্টত এখনও অবধি পেয়েছি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, নরেন্দ্র মোদিকে ‘ভোট চোর’ বলা যাবে না। এ নিয়ে গোদি মিডিয়া বলে স্বীকৃত একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে কিছুদিন আগেই বেজায় গোলমাল দেখেছিলাম আমরা।

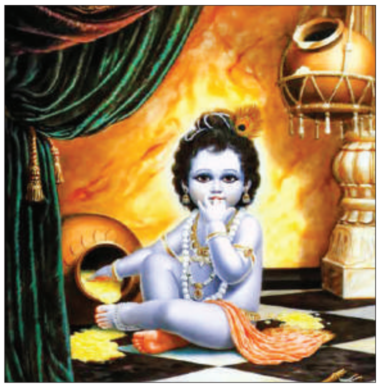

কৃষ্ণকে ‘মাখনচোর’ বলা চলবে না। কারণ, মোহনের ব্যাখ্যায়, যেমন মন থেকে রাগ-অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা, লোভ, অহং ইত্যাদি নেচিবাচক বৈশিষ্ট্যের অপসারণের প্রতীক হল ‘মাখনচুরি’, ঠিক তেমনই আমাদের মতো সাদামাটা আমজনতার দৃষ্টিতে, ক্ষমতার স্বাদ চেটেপুটে খাওয়ার লোভ, ক্ষমতার অহংবোধ, বিরোধী মতের প্রতি হিংসা ও ঘৃণা প্রকাশের সাফল্য সূত্র হল বিজেপির ‘ভোটচুরি’।

কিন্তু এসব প্রতীকী তাৎপর্যের গোলমেলে উপস্থাপনায় ‘চোর’ শব্দটির উৎস ও বিবর্তন, শব্দার্থের রূপান্তর সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা-আলোচনায় ছেদ পড়ছে।

‘চোর’ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে দেখা যাচ্ছে, রয়েছে ‘চুর’ ধাতু, যেটির অর্থ ‘চুরি করা’। সেটির সঙ্গে ‘নিচ্’ প্রত্যয় যোগ হয়ে উৎপন্ন হচ্ছে ‘চোরি’ শব্দটি। তার সঙ্গে ‘কর্তৃ’ অর্থে ‘অ’ যোগ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ‘চোর’ বিশেষ্যটি। বৈদিক যুগে ‘চোর’ বলতে অনার্যদের বোঝানো হত। অনার্য, অসভ্য সেই ‘চোর’ তস্কর হল দক্ষিণভারতে অর্থবিকারের সৌজন্যে।

অসভ্য, অনার্য জনজাতি ‘চোয়াড়’ বাংলার জঙ্গলমহল অঞ্চলের ভূমিপুত্র, আদিবাসী। ১৭৯৯-তে এঁরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন রাণি শিরোমণি। উল্লিখিত ‘চোয়াড়’ বা ‘চুয়াড়’ শব্দটিও এসেছে ‘চোর’ থেকে।

ডি ডি কোসাম্বির গবেষণায় ও আলোচনায় প্রকাশিত অনুরূপ ভাবনার প্রতিফলন। তিনিও বলছেন, পুরাণের কৃষ্ণ আর বেদের কৃষ্ণণ অভিন্ন নন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কৃষ্ণের ঐশীত্ব অর্জন এবং সেটি মূলত ‘মহাভারত’-এর সৌজন্যে। এই মহাকাব্যটির আগে কৃষ্ণ একজন উপজাতীয় পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ, প্রাক-মহাভারত পর্বে অনার্য এবং দেবতা নন, এমন ব্যক্তি বা চরিত্র ছিলেন কৃষ্ণ।

অনার্য পরিচয়ে আপত্তি থাকলে অন্য কথা, নচেৎ উৎসগত অর্থে কৃষ্ণের ‘চোর’ হওয়াটা মোটেই আপত্তিজনক বিষয় নয়। বরং, ইতিহাসসিদ্ধ একটি সত্য। সেটিকে আড়াল করার চেষ্টাই বরং কৃষ্ণের ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

‘চোর’ বা ‘মাখনচোর’ কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই কৃষ্ণের ছেলেবেলার সঙ্গে, গোপাল-বেলার পর্বে, মাখনচুরির কাহিনি কেবল ভাগবত পুরাণে নয়, জৈন গ্রন্থ, ‘পুষ্পদন্ত’ এমনকী জিনসেনের ‘হরিবংশ’-এও উল্লিখিত। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় এবং প্রতীকী তাৎপর্যেই মাখিনচুরি প্রসঙ্গ উল্লিখিত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক পণ্ডিত-গবেষক জন স্ট্র্যাটন হাওলি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, মাখনচুরি আসলে ভালবাসা চুরি। ননী চুরি প্রকৃত অর্থে প্রেম চুরি। গাভী তার বাছুরটিকে ভালবাসে বলেই তার শরীরে, বাঁটে দুধ আসে। সে দুধ বা প্রেম যখন ঘন হয়, তখনই তা মাখনে পরিণত হয়। কাঁচা দুধ থেকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মাখন তাই ঘনত্ব সত্ত্বেও সহজ-সরল। এই সহজিয়া সারল্য উপভোগ করার প্রণোদনাতেই কৃষ্ণের প্রেমচুরি। এটা ভক্তির তত্ত্ব। তাই এই চুরিতে পরের দ্রব্য অপহরণের ভাবনা নেই, আছে প্রেমভক্তি রস আস্বাদনের ব্যাকুলতা। বিরোধ না থাকলে প্রেমের স্বাদ কমে যায়। কামড় বা আঁচড় না থাকলে জাগতিক ভালবাসা বিস্বাদ হয়ে পড়ে। সেই ভাবনার প্রশ্রয়েই কৃষ্ণর চুরি করে মাখন খাওয়া। তাছাড়া, এই চুরিতে যতটা না অপরাধ মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল, তার চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে দুষ্টুমির উপাদান। শিশু সুলভ আচরণ। এজন্যই ব্রজভূমে ‘মাখনচোর’ সম্বোধনে কৃষ্ণের ভাবমূর্তির অবমাননা করা হয় না, বরং তাঁর ‘চোরি’ উদযাপিত সাড়ম্বরে, উৎসবের আকারে। মাখনচোর কৃষ্ণ তাই অনার্য ভারতের ভূমিপুত্র হতে পারেন। মাখনচোর কৃষ্ণের আচরণ তাই আমাদের ঘরে ঘরে যে সব ‘লাড্ডো গোপাল’ আছে তাদের সরল দুষ্টুমি হতে পারে। নিছক পরদ্রব্য অপহরণকারীর তকমা দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, এমন কোনও উৎপাতের ছায়া তাতে পড়ে না। ভোটচুরি ততটা নিরীহ ব্যাপার নয়। তার জন্য যে গণতান্ত্রিক জীবনে উৎপাত বাড়ে, সেটা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

## বর্ধমানের সভায় মুখ্যমন্ত্রী ■ গেলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলেও

## একনজরে উদ্বোধন ও শিলান্যাস

**প্রতিবেদন :** মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৬৯৯ কোটি ২৩ লক্ষাধিক টাকার ১০৩টি বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট, সেতু, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি। এরই পাশাপাশি গোটা জেলায় ২৮৮টি প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন। এজন্য খরচ হয়েছে ৭৮৪ কোটি ৪৮ লক্ষাধিক টাকা। উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে—

- **ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে ১২০ শয্যায় উন্নীতকরণ**
- **২৩টি ব্লকে ২৬৭টি সোলার সাবমার্সিবল পাম্প সক্রিয়করণ**
- **সমগ্র জেলায় নতুন করে ৬৮টি আইসিডিএস সেন্টারের সূচনা**
- **অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন ক্যাথ ল্যাব চালু**
- **জেলায় আরও নতুন করে ১৫টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ**
- **জেলায় নতুন করে আরও ১৫টি কমিউনিটি সেন্টারের সূচনা**
- **বর্ধমান মেডিক্যালে ডুয়েল-সোর্স সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপন**
- **জামালপুরের সাজিপুর, হালারা এবং পাহাড়পুরে তিনটি সেতু**
- **আউশগ্রাম ১ ও ২ নম্বর ব্লকে ৬২টি স্কুলে ডাইনিং হল নির্মাণ**
- **মোসলেমাবাদ হাই মাদ্রাসায় বয়েজ হস্টেল নির্মাণ**

এছাড়াও তিনি যে ১০৩টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তার মধ্যে রয়েছে দামোদর নদের উপর শিল্প সেতু। এছাড়াও জেলা জুড়ে আরও একাধিক রাস্তা, নলবাহিত জল প্রকল্প, সেতু-সহ আরও একাধিক প্রকল্প।

## জামাই আদরে নিয়ে গিয়ে বিজেপি-রাজ্যে শ্রমিক-নির্যাতন

**প্রতিবেদন :** ভিনরাজ্যে ‘জামাই আদর’ করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাংলার দক্ষ শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার বর্ধমানে প্রশাসনিক জনসভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে বিজেপি-রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, বাংলার শ্রমিকরা এমনি এমনি বাইরে নেই। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা দক্ষ। তাই তাঁদের জামাই আদর করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের উপর অত্যাচার নেমে আসছে। বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হলে আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, কেন ওড়িশা, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে? সব জায়গাতেই একটা বিষয় ‘কমন’। বাংলা বলার অপরাধে অত্যাচার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা থেকে ২২ লক্ষ শ্রমিক বাইরের রাজ্যে কাজ করেন। ওঁদেরকে দয়া করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কেউ সোনার কাজ ভাল করেন। কেউ জামা-কাপড় ভাল তৈরি করেন। কেউ কনস্ট্রাকশনের কাজ ভাল পারেন। ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জামাই আদর করে। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যে আজ জুটছে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অত্যাচার, অনাচার। তাঁর কথায়, ভিনরাজ্যের দেড় কোটি মানুষও এই বাংলায় রয়েছেন। তাঁদের উপর এখানে কোনও অত্যাচার করা হয় না। তাহলে কেন বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে? আমাদের মানুষকে কি মানুষ বলে মনে করেন না? বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মেধা, গবেষকদের মেধাকে সম্মান করে সারা বিশ্ব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গুজরাতের লোকেদের কোমরে শিকল বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাংলার মেধাকে তাড়াতে পারে না। ওদের ছাড়া হার্ভার্ড, কেমব্রিজ চলবে না। নাসা থেকে ভাষা, ওঁরাই আছে।

এদিন, বর্ধমানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান করেন ফের একবার। বলেন, ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প করেছে রাজ্য সরকার। পোর্টালও চালু করেছে। ফিরে এলেই তাঁদের ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। যতদিন না শ্রমিকেরা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন— একবছর পর্যন্ত প্রতি মাসে তাঁদের পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকের সন্তানদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী-সহ সমস্ত সরকারি প্রকল্প আওতায় তাঁদের নিয়ে আসা হবে।

## মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী, কিনলেন শাড়ি

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

বর্ধমানে প্রশাসনিক সভায় এসে হঠাৎ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে হাজির মুখ্যমন্ত্রী। শুধু মহিলাদের হাতের কাজই ঘুরে দেখলেন না, কেনাকাটাও সারলেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল মাঠে প্রশাসনিক সভায় যোগ দেওয়ার আগে পৌনে দুটো নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় এসে থামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলের কাছে। গাড়ি থেকে নেমেই সটান মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল দেখে ঢুকে পড়েন তিনি। স্টলে ১০ হাজার টাকার একটি শাড়ি পছন্দ হওয়ায় সেটি কিনেও নেন। পাশাপাশি হাতে তৈরি কয়েকটি গহনাও কেনেন ২০০ ও ১৬০ টাকা দামের। সবমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কেনাকাটার বিল দাঁড়ায় ১১ হাজার ৭০ টাকা। পুজোর কেনাকাটায় ছাড় থাকে। মুখ্যমন্ত্রীও সেই ছাড় পেলেন। তাঁকে দিতে হল ১০ হাজার টাকা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীদের হাতের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের স্টলে এসে কেনাকাটা করায় রীতিমতো আপ্লুত মর্জিনা শেখ, শুক্লা দে রায়, শিল্পী দে-রা। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের তৈরি হস্তশিল্পকর্ম কিনেছেন, বিস্ময়ের ঘোরে হস্তশিল্পীরা।

## ১৪ জেলায় পাট্টা বিলি মুখ্যমন্ত্রীর

**প্রতিবেদন :** ভূমিহীনদের আশ্রয়দান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের সরকারি পরিষেবা মঞ্চ থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনদের মধ্যে পাট্টা প্রদানের উদ্বোধন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণবঙ্গের ১৪টি জেলায় ৭০৩৩টি কৃষি পাট্টা, বন পাট্টা, বাস্তু পাট্টা এবং উদ্বাস্তু পাট্টা বিতরণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলাতেও ভূমিহীনদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে ৮৩১ জনকে পাট্টা প্রদান করা হয়। ঘাটাল মহকুমার ১৭৭ জনকে পাট্টা বিতরণ করা হয়। নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সাংসদ মহুয়া মৈত্রর উপস্থিতিতে ৫২১ ভূমিহীনকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। বীরভূমের সিউড়িতে ২৫৮ জনকে কৃষি এবং ৪৪৯ জনকে বাস্তু পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে জেলাশাসকের সভাগৃহে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার উপস্থিতিতে ৭০ জনের হাতে ৪২টি পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুর ও বসিরহাটে ১৫০০ জনকে পাট্টা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭২ জনকে পাট্টা প্রদান করা হয়। হুগলির চুঁচুড়াতেও ভূমিহীনদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়।

## মুখ্যমন্ত্রীর লেখা-সুরে গান

**(প্রথম পাতার পর)** সেই পুজো কমিটির গান তৈরি করে দিয়েছি আমিই। প্রথম লাইন হল— ‘ধনধান্যে ভরে, মা এসেছে ঘরে’। এরপরই তিনি বলেন, এই বর্ধমান কিন্তু ধান উৎপাদনে প্রথম। অভিনন্দন। বাংলাও এবার ধান উৎপাদনে প্রথম হয়েছে দেশে। এই মাটিকে সম্মান জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছরই পুজোয় একাধিক গান লেখেন, সুর করেন। গানে কণ্ঠও দেন। শুধু দুর্গাপুজো নয়, অন্যান্য পুজো, বড়দিন, নববর্ষ ও শহিদ তর্পণ নিয়েও নিজের লেখা গানে সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশিষ্ট শিল্পীরা সেইসব গানে কণ্ঠদান করেছেন এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানে তা বেজেছে নিয়মিত। এবারও বাঙালির বড় উৎসব মুখরিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর গানে।

## বিজেপির ললিপপ কমিশন

**(প্রথম পাতার পর)** কী করেছিলেন? বাংলা আর পাঞ্জাব ভাগ করেছিলেন। গিয়ে দেখুন, আন্দামান সেলুলার জেলে। ৭০ শতাংশ ছিলেন বাংলার আর পাঞ্জাবের। তাই ওরা বাংলা আর পাঞ্জাব তৈরি করেছিল। বাংলাদেশ তো আমরা করিনি, তোমরা করেছ। আমাদের ভাষা যদি এক হয়, আমরা কী করতে পারি! প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনার চেয়ারকে সম্মান করি, কিন্তু প্রশ্ন করতেই হবে, বাংলাকে চোর কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী? আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার— উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সবচেয়ে বড় চোর। আপনি চোর-সর্দারদের নিয়ে মিটিং করেন।

এদিন, বর্ধমানের সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকেরা বাংলায় কথা বললেই হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। সে-বিষয়েও গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভিনরাজ্যে ‘জামাই আদর’ করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাংলায় কথা বললে তাঁদের ভাগ্যে আজ জুটছে লাঞ্ছনা।

রাজ্য
27 August, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৯০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় যশোর রোডের অভিজাত আবাসন থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির হাতে গ্রেফতার কলকাতার এক ব্যবসায়ী। একাধিক সংস্থা খোলার নামে ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

# মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির ব্লক ও টাউন নেতৃত্বের তালিকা

## আলিপুরদুয়ার

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| কুমারগ্রাম | সভাপতি (মাদার) | সুদয় নার্জিনারি |
| | সভাপতি (যুব) | বিপ্লব সরকার |
| | সহ সভাপতি (যুব) | রাজীব তিরকে |
| | সভাপতি (মহিলা) | অরুণা লাকরা |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | তরুণকুমার দাস |
| আলিপুরদুয়ার-২ | সভাপতি (মাদার) | জ্যোতি দাস (অধিকারী) |
| | সভাপতি (যুব) | রানা পাল |
| | সভাপতি (মহিলা) | প্রতিমা মাহাতো |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | জগন্নাথ দাস |
| কালচিনি | সভাপতি (মাদার) | প্রেমা লামা |
| | সভাপতি (যুব) | আকাশ হরিজন |
| | সভাপতি (মহিলা) | ভারতী মাহালি (কুজুর) |
| | সহ সভাপতি (মহিলা) | সারদা ছেত্রী |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | আনন্দ চন্দ |
| আলিপুরদুয়ার টাউন | সভাপতি (মাদার) | দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় |
| | সভাপতি (যুব) | শুভ সাহা |
| | সভাপতি (মহিলা) | মৌসুমী বাগচি |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | প্রসেনজিৎ মজুমদার |
| আলিপুরদুয়ার-১ | সভাপতি (মাদার) | তুষারকান্তি রায় |
| | সভাপতি (যুব) | হিল্লোল বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | ঝুমা দাস |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | অরুণাভ চন্দ (রানা) |
| | সহ-সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | ভোলা সেনগুপ্ত |
| ফালাকাটা শহর | সভাপতি (মাদার) | রাজু মিশ্র |
| | সভাপতি (যুব) | নীলম নন্দী |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সুরজিৎ ঘোষ |
| | সভাপতি (মহিলা) | সুতপা ভট্টাচার্য |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | অশোক সাহা |
| ফালাকাটা গ্রামীণ | সভাপতি (মাদার) | সঞ্জিত দাস (সঞ্জয়) |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | প্রভা রঞ্জন |
| | সভাপতি (যুব) | শশীভূষণ রায় |
| | সভাপতি (মহিলা) | শেফালি নাট্ট বর্মন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | আনন্দ খারিয়া |
| মাদারিহাট বীরপাড়া | সভাপতি (মাদার) | বিশাল গুরুং |
| | সভাপতি (যুব) | রাজেন নায়েক (অজিত) |
| | সভাপতি (মহিলা) | শিউলি চক্রবর্তী |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সঞ্জয় চক্রবর্তী |

## আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| যুব | সদস্য | দিব্যেন্দু দত্ত রায় |
| মাদার | সহ-সভাপতি | ধীরেশচন্দ্র রায় |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| মাদার | সম্পাদক | কমল ধর |
| মাদার | সম্পাদক | সুব্রত দে |
| যুব | সাধারণ সম্পাদক | তাপস বর্মন |
| মহিলা | সাধারণ সম্পাদক | তনুশ্রী রায় |
| মহিলা | সাধারণ সম্পাদক | জুলি চিক বড়াইক |
| আইএনটিটিইউসি | সাধারণ সম্পাদক | শ্রীহরি নার্জিনারি |
| আইএনটিটিইউসি | সাধারণ সম্পাদক | কল্লোল দেব |

## জলপাইগুড়ি

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| বানারহাট | সভাপতি (মাদার) | সন্দীপ ছেত্রী |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | সুজিত ছেত্রী, পুকার লামা |
| | সভাপতি (যুব) | বিমল মাহালী |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সনোজ শা |
| | সভাপতি (মহিলা) | রুনু দে |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | বিধান সরকার |
| | সহ-সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | মানস দত্ত |
| ধূপগুড়ি গ্রামীণ | সভাপতি (মাদার) | মলয়কুমার রায় |
| | সভাপতি (যুব) | ধরণী রায় |
| | প্রেসিডেন্ট (মহিলা) | মমতা রায় |
| | ভাইস প্রেসিডেন্ট (মহিলা) | মমতা সরকার |
| | প্রেসিডেন্ট আইএনটিটিইউসি | বীরেন রায় |
| ধূপগুড়ি টাউন | মাদার | মহুয়া গোপ (কনভেনর) |
| | মাদার প্রেসিডেন্ট | ১. অনিল চক্রবর্তী<br>২. সুমিত দাস<br>৩. অনিতা রায়<br>৪. সুদীপ মল্লিক<br>৫. তারাশঙ্কর চক্রবর্তী |
| | সভাপতি (যুব) | শুভ দে সরকার |
| | সভাপতি (মহিলা) | পিকাই সরকার |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | অর্পিতা ঘোষ |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | আলম রহমান |
| নাগরাকাটা | সভাপতি (মাদার) | প্রেম ছেত্রী |
| | সভাপতি (যুব) | প্রভিন সিং ঝা |
| | সভাপতি (মহিলা) | রনথি তিরকে |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | অনাস্তাসিয়া তিরকে |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | অনুপ লাকরা |
| মাটিয়ালি | সভাপতি (মাদার) | স্নোমিতা কালান্দি |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | কেশবচন্দ্র রায় |
| | সভাপতি (যুব) | স্বপ্না ওরাওঁ |
| | প্রেসিডেন্ট (মহিলা) | অঞ্জুমা সরকার |
| | ভাইস প্রেসিডেন্ট | পূজা কুজুর<br>রুকসানা পারভিন |
| | প্রেসিডেন্ট (আইটিটিইউসি) | বিজয় বাগওয়ার |
| মাল (গ্রামীণ) | সভাপতি (মাদার) | জিতনি মাহালি |
| | সভাপতি (যুব) | আরমান আরসাদ |
| | সভাপতি (মহিলা) | সুনীতা মুণ্ডা |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুনীল ওরাওঁ |
| ক্রান্তি | সভাপতি (মাদার) | মহাদেব রায় |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | মহম্মদ মজিবুল ইসলাম |
| | সভাপতি (যুব) | আবদুল কাদের |
| | সভাপতি (মহিলা) | প্রভাতী রায় |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | মহাচানা বেগম |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | পরিশ্রম চিক বরাইক |
| মাল (শহর) | সভাপতি (মাদার) | পুলিন গোলদার |
| | সভাপতি (যুব) | আনন্দ লোহার |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সুরজিৎ দেবনাথ |
| | সভাপতি (মহিলা) | মনিকা সাহা |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | টুলটুল সরকার |
| ময়নাগুড়ি (শহর) | সভাপতি (মাদার) | বিশ্বজিৎ সেন |
| | সভাপতি (যুব) | সঞ্জীব রায় |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সৌমদীপ গোপ |
| | সভাপতি (মহিলা) | যূথিকা দেবগুপ্ত |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | কল্যাণ সাহা |
| ময়নাগুড়ি ১ | সভাপতি (মাদার) | বাবলু রায় |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | গোবিন্দ রায় |
| | সভাপতি (যুব) | শ্যামল রায় |
| | সভাপতি (মহিলা) | স্বপ্না রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | পরিতোষ কুমার রায় |
| ময়নাগুড়ি ২ | সভাপতি (মাদার) | শিবশঙ্কর দত্ত |
| | সভাপতি (যুব) | সৌমদীপ পাল |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | বিপ্লব সরকার |
| | সভাপতি (মহিলা) | পঞ্চমী রায় মহান্ত |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | আবদুল জব্বর |
| জলপাইগুড়ি (শহর) | সভাপতি (মাদার) | মলয় ব্যানার্জি (শেখর) |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | সৌভিক চৌধুরী (পাপাই) |
| | সভাপতি (যুব) | বিজু সূত্রধর |
| | সভাপতি (মহিলা) | লক্ষ্মী বাগচি |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | পুণ্যব্রত মিত্র |
| | সহ-সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | দীপাঞ্জন দাস |
| সদর ১ | সভাপতি (মাদার) | বিমল দাস |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | শ্যামল রায় |
| | সভাপতি (যুব) | প্রসেনজিত কুমার লালা |
| | সভাপতি (মহিলা) | মহামায়া দেব |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | শুভঙ্কর মিশ্র |
| সদর ২ | সভাপতি (মাদার) | প্রসন্ন দাস (অর্জুন) |
| | সভাপতি (যুব) | মহঃ মকবুল হুসেন |
| | সভাপতি (মহিলা) | রমাতন্ত্রক বসাক |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | রাজু সাহানী |
| রায়গঞ্জ | সভাপতি (মাদার) | অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় |
| | সভাপতি (যুব) | নীলাদ্রি বোস |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | অসীমজ্যোতি বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | সর্বানী ধাড়া |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | শেখ ওমর ফারুক |
| ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি | সভাপতি (মাদার) | দিলীপ রায় |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | অঞ্জন দত্ত, কিশোর মণ্ডল |
| | যুব-সভাপতি | অমিত ঝা |
| | সভাপতি (মহিলা) | লিথিকা রায় দাস |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুকান্ত কর |
| | সহ-সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | তপন সিং |

## জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | সাকিল হোসেন |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | অমিত দে |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | নির্মল রায় |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | সোমেশ সান্যাল (ঝুলন) |
| যুব | সাধারণ সম্পাদক | মেহবুব রহমান |
| যুব | সম্পাদক | সুজাতা সরকার |
| মহিলা | সাধারণ সম্পাদক | অর্চনা সূত্রধর |
| মহিলা | সম্পাদক | মঞ্জুমা খাতুন |
| আইএনটিটিইউসি | সহ-সভাপতি | সন্দীপ ভট্টাচার্য |
| আইএনটিটিইউসি | সাধারণ সম্পাদক | মহেশ রাভাতিয়া |
| আইএনটিটিইউসি | সম্পাদক | মহঃ সালেমান |

## কোচবিহার

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| মেখলিগঞ্জ | সভাপতি (মাদার) | কেশবচন্দ্র বর্মন |
| | সহ সভাপতি (মাদার) | উত্তম সরকার |
| | সভাপতি (যুব) | বাপ্পা মণ্ডল |
| | সভাপতি (মহিলা) | ফুলতি রায় |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | মায়া রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | হাবিবুর রহমান |
| মেখলিগঞ্জ (শহর) | সভাপতি (মাদার) | কৃষ্ণ বর্মন রায় |
| | সভাপতি (যুব) | বাবলু বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | সোমা ভৌমিক |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | ব্রততী রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী |
| হলদিবাড়ি | সভাপতি (মাদার) | মানস বসুনিয়া |
| | সহ সভাপতি (মাদার) | আলপনা রায় |
| | সভাপতি (যুব) | প্রশান্তকুমার রায় |
| | সভাপতি (মহিলা) | মীরা রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | রাজেশ সরকার |
| হলদিবাড়ি (শহর) | সভাপতি (মাদার) | অমিতাভ বিশ্বাস |
| | সভাপতি (যুব) | প্রদীপ সিনহা |
| | সভাপতি (মহিলা) | সোনামনি সরকার |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | সবিতা সেন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | খটি রহমান |
| মাথাভাঙা ১(বি) | সভাপতি (মাদার) | শঙ্কর রায় বিশ্বাস |
| | সহ সভাপতি (মাদার) | রূপন শীলশর্মা, ধজেন বর্মন |
| | সভাপতি (যুব) | কামাখা বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | কল্যাণী রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | বিক্রম দত্ত |
| মাথাভাঙা ২ | সভাপতি (মাদার) | খোকন দে |
| | সভাপতি (যুব) | পিন্টু বর্মন |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | মদন বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | রেণুবালা বর্মন |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | সুচিত্রা বর্মন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | প্রদীপ ভৌমিক |
| মাথাভাঙা টাউন | সভাপতি (মাদার) | বিশ্বজিৎ রায় |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | অরুণাভ গুহ |
| | সভাপতি (যুব) | নয়নজ্যোতি সাহা |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | কানু বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | অসমিনা বেগম |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুজিত সাহা |
| কোচবিহার-২ | সভাপতি (মাদার) | পরে ঘোষণা হবে |
| | সভাপতি (যুব) | বুবাই রায় |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | পবিত্রকুমার রায়, মানস দাস |
| | সভাপতি (মহিলা) | শিখা দাস |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | জ্যোতিন্দ্র বড়ুয়া |
| কোচবিহার টাউন | সভাপতি (মাদার) | দিলীপ সাহা |
| | সভাপতি (যুব) | অনির্বাণ কর |
| | সভাপতি (মহিলা) | রিঙ্কু কর্মকার |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | চন্দন মাহাত |
| কোচবিহার-১ (এ) | সভাপতি (মাদার) | কালীশঙ্কর রায় |
| | সভাপতি (যুব) | মহঃ রেজাউল হক |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | আশুতোষ বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | মাধবী নাগ |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুব্রত ভৌমিক |
| শীতলকুচি | সভাপতি (মাদার) | তপনকুমার গুহ |
| | সভাপতি (যুব) | প্রশান্ত সূত্রধর |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | বিমান রায় |
| | সভাপতি (মহিলা) | শেফালি বর্মন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুশান্তকুমার মোহন্ত |

মধ্যমগ্রামের ইলেকট্রিক স্কুটারের শোরুমে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের ১টি ইঞ্জিন ও মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। প্রাথমিক ধারণা, শট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ড। হতাহতের খবর নেই

# মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির ব্লক ও টাউন নেতৃত্বের তালিকা

## কোচবিহার

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| মাথাভাঙা-১ (এ) | সভাপতি (মাদার) | মহেন্দ্রনাথ বর্মন |
| | সভাপতি (যুব) | সাহাজুল আলম |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সুশান্ত অধিকারী |
| | সভাপতি (মহিলা) | মিঠু রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | বিভূতি বর্মন |
| সিতাই | সভাপতি (মাদার) | মুক্তিপদ মণ্ডল |
| | সভাপতি (যুব) | বিশু রায় প্রামাণিক |
| | সভাপতি (মহিলা) | মমতা বর্মন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | নরেন বর্মন |
| দিনহাটা-১ (এ) | সভাপতি (মাদার) | সুধাংশু চন্দ্র রায় |
| | সভাপতি (যুব) | সোহেল রহমান |
| | সভাপতি (মহিলা) | শ্রাবণী ঝা চট্টোপাধ্যায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সুব্রত বর্মন |
| দিনহাটা-১ (বি) | সভাপতি (মাদার) | অনন্ত বর্মন |
| | সভাপতি (যুব) | বাপি হোসেন |
| | সভাপতি (মহিলা) | ডালিয়া চক্রবর্তী |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | রতন মাহান্ত |
| দিনহাটা-২ | সভাপতি (মাদার) | দীপক ভট্টাচার্য |
| | সভাপতি (যুব) | পিন্টু হক |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | হীরকজ্যোতি বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | মুক্তি রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | মিলন সেন |
| দিনহাটা টাউন | সভাপতি (মাদার) | বিশু ধর |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | সাবির সাহা চৌধুরি |
| | সভাপতি (যুব) | পার্থ সাহা |
| | সভাপতি (মহিলা) | রূপা দেব |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | নৃপেন্দ্রনাথ দেবনাথ |
| কোচবিহার-১ (বি) | সভাপতি (মাদার) | আবদুল কাদের হক |
| | সভাপতি (যুব) | বিভূতি বর্মন |
| | সভাপতি (মহিলা) | দীপিতা দে |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | দুলাল চন্দ |
| তুফানগঞ্জ-১ (এ) | সভাপতি (মাদার) | সিদ্ধার্থ মণ্ডল |
| | সভাপতি (যুব) | কমলেন্দু মোদক |
| | সভাপতি (মহিলা) | ননীবালা বর্মন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | মতিলাল দাস |
| তুফানগঞ্জ-১ (বি) | সভাপতি (মাদার) | প্রদীপ বসাক |
| | সহ-সভাপতি (মাদার) | দীপঙ্কর চক্রবর্তী |
| | সভাপতি (যুব) | কৌশিক দাস |
| | সভাপতি (মহিলা) | লীনা সেন সরকার |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | বিনয় রায় |
| তুফানগঞ্জ-২ | সভাপতি (মাদার) | নিরঞ্জন সরকার |
| | সভাপতি (যুব) | মহেশ বর্মন |
| | সহ-সভাপতি (যুব) | সমরজিৎ নারায়ণ |
| | সভাপতি (মহিলা) | বাসন্তী রানি রায় |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | উত্তম বর্মন |
| তুফানগঞ্জ টাউন | সভাপতি (মাদার) | গৌতম সরকার |
| | সভাপতি (যুব) | দেবাশিস বর্মা |
| | সভাপতি (মহিলা) | সীমা সরখেল |
| | সহ-সভাপতি (মহিলা) | নাজমা খাতুন |
| | সভাপতি (আইএনটিটিইউসি) | সরোজ পঞ্চানন |

## কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি

| ব্লক/টাউন | পদ | নাম |
|---|---|---|
| মাদার | সহ-সভাপতি | গোপাল রায় |
| মাদার | সহ-সভাপতি | পূরবী রায় প্রধান |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | রাকেশ চৌধুরী |
| মাদার | সাধারণ সম্পাদক | মানিক বর্মন |
| যুব | সম্পাদক | জ্যোতিষচন্দ্র রায় |
| যুব | সম্পাদক | সুশান্ত বর্মন |
| যুব | সম্পাদক | শুভাশিস রায় |
| মহিলা | সহ-সভাপতি | মমতাজ বেগম |
| মহিলা | সাধারণ সম্পাদক | মণিবালা বর্মন |
| মহিলা | সাধারণ সম্পাদক | অপর্ণা দে নন্দী |
| মহিলা | সম্পাদক | মৌমিতা ভট্টাচার্য |
| মহিলা | সম্পাদক | শম্পা সরকার |
| আইএনটিটিইউসি | সহ-সভাপতি | রঞ্জিৎ দাস |
| আইএনটিটিইউসি | সহ-সভাপতি | কৃষ্ণকিশোর রায় |
| আইএনটিটিইউসি | সাধারণ সম্পাদক | কৃষ্ণ সাহা |
| আইএনটিটিইউসি | সম্পাদক | সাহিনুর হোসেন |

## প্রেরণা মাদার, জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

**প্রতিবেদন :** গোটা জগতের মা তিনি। আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন জীবনভর। সেই মাদার টেরিজার জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মাদার টেরিজা (সেন্ট টেরিজা অফ ক্যালকাটা)-এর জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। মাদার ছিলেন শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার প্রতীক। মানুষের প্রতি ভালবাসা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, সেবা কত নিঃস্বার্থ হতে পারে— মাদার তা সারা বিশ্বকে দেখিয়ে গিয়েছেন। সারা বিশ্ব জুড়ে আমার মতো অগণিত মানুষকে তাঁর এই মানবপ্রেম অনুপ্রাণিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ভালর জন্য আরও কাজ করে যেতে। আমার পরম সৌভাগ্য আমি তাঁর মতো মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার অন্য নানা দিকে আমরা যে সহস্র কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছি, তার পিছনে অনেকটা প্রেরণা তো তাঁরই।

মাদার হাউসে ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে মাদারের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন। ছিলেন সংস্থার সভাপতি অ্যাঞ্জোলিনা মান্তোস জাসনানি-সহ অন্যরা।

সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে মাদারের জন্মবার্ষিকী এবং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য রেভারেন্ড ফেলিক্স রাজের জীবনী প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী সুজিত বোস-সহ বিশিষ্টরা।

## প্রধানমন্ত্রীর সভার পরেই সক্রিয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি, তোপ তৃণমূলের

**প্রতিবেদন :** বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেছে বিজেপির কার্যত ধামাধারী শাখা সংগঠন ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে সিবিআই যা অভিযোগ তুলেছিল, এবার বিজেপির হয়ে মাঠে নেমে একই অভিযোগ তুলেছে ইডি। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের স্পষ্ট বক্তব্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগের তদন্তে আইন আইনের পথে চলবে। যদি সত্যিই কেউ দোষ করে থাকে, তা তদন্তে উঠে আসবে এবং আদালত রায় দেবে। তবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ময়দানে নামার 'টাইমিং' নিয়ে তোপ দাগলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী দু-চারদিন আগে শহরে এসে 'ভোট চাই-ভোট দিন' গোছের কিছু কথা বলে গেলেন। সেদিন থেকেই আমরা অনুমান করেছিলাম, বিজেপির তো শাখা সংগঠন, গণসংগঠন বলে কিছু নেই। তাই এবার নামবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি! কখন এঁরা ঘুমিয়ে, কখন জেগে ওঠে। এই জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে তো সিবিআই এই কথাগুলোই বারবার করে বলেছিল। এখন আবার ইডি বলছে। প্রধানমন্ত্রী এখানে একটা নির্বাচনী সভার মতো করে গেলেন, তারপরই তারাও নেমে পড়েছে। স্পষ্টতই, তৃণমূলকে ভোটের আগে ম্যালাইন করার চক্রান্ত। বিজেপির সংগঠন নেই, শাখা সংগঠন নেই। তাই ভোটের আগে ফের এজেন্সি লাগিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে।

## নভেম্বরে হাইকোর্টে ওবিসি মামলা

**প্রতিবেদন :** কলকাতা হাইকোর্টে ওবিসি মামলার চূড়ান্ত শুনানি নভেম্বরে। তার আগে মঙ্গলবার মামলার সব পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন হাইকোর্টে এই মামলার শুনানিতে তা অবগত করে রাজ্য। রাজ্য জানায়, ২০২৪ সালে এই কোর্টের দেওয়া ওবিসি মামলার রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়।

## গান্ধীমূর্তির পাদদেশে

(প্রথম পাতার পর) বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি নিজেও ছাত্র রাজনীতির জ্বলন্ত উদাহরণ। বক্তব্য রাখবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব এবং অতীতের সভাপতিরা। আজকের ছাত্র সমাজকে দিকনির্দেশ করবেন সকলে। আগামিদিনে কোন পথে চলবে টিএমসিপি, তার রোড ম্যাপ বাতলে দেবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথ দেখাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশাল ছাত্র সমাবেশের সব প্রস্তুতি সারা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য গত দু'মাস ধরে জেলা ঘুরে কয়েকশো মিটিং-মিছিল করেছেন। মঙ্গলবারও মেয়ো রোডে কোর টিমকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। বিনিদ্র রজনী তাঁর ও গোটা টিমের। সঙ্গে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও দফায় দফায় খতিয়ে দেখেছেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা। এই মুহূর্তে বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। এই আবহে ছাত্র সমাবেশের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে ছাত্র সমাজ।

টালিগঞ্জ বিধানসভার ১১৩ নং ওয়ার্ডে 'আমরা সবাই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-এর গণেশ পুজোর শুভ সূচনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদার, গোপাল রায় ও প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সল্টলেকে বিধাননগর যুব ইউনাইটেড ক্লাবের সিদ্ধিদাতা গণেশপুজো ও মেলা ২০২৫-এর সূচনায় মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার।

## টোটো চুরি, শ্রীঘরে বিজেপি নেতা

**সংবাদদাতা, বারুইপুর :** কেদারনাথ যাওয়ার আগেই শ্রীঘরে গেলেন এক ব্যক্তি। টোটো চুরির দায়ে হাওড়া স্টেশন থেকে চন্দন সরকারকে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানা। চন্দনকে জেরা করে গ্রেফতার করা হয়েছে চন্দনের আরও এক শাগরেদ রামপদ মণ্ডলকে। ইনি আবার বিজেপি নেতা। তাঁকে নদিয়ার দরাতপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৫ অগাস্ট বারুইপুর কাছারি বাজারের সামনে থেকে চুরি যায় টোটো। টোটোর মালিক অজিত বিশ্বাস বারুইপুর থানায় অভিযোগ করেন। এরপরেই তদন্তে নামে বারুইপুর থানা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হদিশ মেলে চন্দনের। এরপর হাওড়া স্টেশনে দুপুরে ট্রেন ধরতে এলে চন্দনকে হাতে নাতে পাকড়াও করে পুলিশ।

কোন্নগরে সাধুর ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। নিখোঁজ পঙ্কজ পাত্র (৭১) স্থানীয় সুইমিং ক্লাব এলাকার বাসিন্দা। মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। তল্লাশি চলছে

# দুর্নীতির দোসর মোদি, ছবি দেখিয়ে তোপ

**প্রতিবেদন :** দুর্নীতিগ্রস্তদের পাশে বসিয়ে বাংলায় এসে বড় বড় কথা বলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে সর্বক্ষণ হাত মিলিয়ে যিনি চলেন, সেই মোদির মুখেই আবার দুর্নীতি দমনের কথা! তিনি যদি দুর্নীতি দমনে বিল আনবেন, তবে যাঁদের তিনি দুর্নীতিবাজ বলে দেগে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে দলে নিয়ে এখন হাত মিলিয়ে চলছেন কেন? দুর্নীতির সংজ্ঞা কী? কীভাবে দুর্নীতিকে সমর্থন করতে হয়? তা তো আপনারাই দেখাচ্ছেন! স্পষ্ট করে দিচ্ছেন দুর্নীতিবাজ কারা! তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেইসব ছবি পোস্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন আসল দুর্নীতিবাজদের চরিত্র। কাদের মুখে এক, কাজে আর এক। কারা দ্বিচারিতা করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চলেছেন!

তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, এখনও যদি না জেনে থাকেন দুর্নীতিবাজ কারা, তবে দেখে নিন এইসব ছবি। তা হলেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে সব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা সফরের দিনই তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছিল তাঁর নৈতিকতা নিয়ে। সেদিন মঞ্চে সারদা-নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত তথাকথিত বিরোধী দলনেতা, শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত সাংসদ রবনীত সিং বিট্টুদের পাশে বসিয়ে দুর্নীতি দমন আর নারী সুরক্ষার বুলি আওড়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বলছিলেন দুর্নীতি দমনেই নতুন বিল আনছেন। আপনি মিথ্যাচার করে গিয়েছিলেন। আপনার আসল স্বরূপ হল, ভিতরে ভিতরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। তা না হলে যাঁদেরকে তিনি দুর্নীতিবাজ বলে তকমা সেঁটে দিয়েছিলেন, এখন তাঁদেরই সঙ্গে হাতে হাত কেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন সফরে দেখা গিয়েছে, তিনি হাত মেলাচ্ছেন অজিত পাওয়ার, ছগন ভুজবল, প্রফুল্ল প্যাটেল, হিমন্ত বিশ্বশর্মাদের মতো দুর্নীতিতে দাগি রাজনীতিকদের সঙ্গে। আর এ রাজ্যের তথাকথিত বিরোধী দলনেতাকে পাশে বসিয়ে তিনি তৃণমূলকে নিশানা করছেন। তাহলেই বুঝুন ক'টা মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির! এখন তাঁর দল ওইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের দলে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। আর যে অভিযোগগুলো বিজেপি এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে উঠছে, সেইগুলো তিনি আওড়ে যাচ্ছেন অন্যের দিকে আঙুল তুলে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ার, ছগন ভুজবল, প্রফুল্ল প্যাটেল বাংলার তথাকথিত বিরোধী দলনেতা, যাঁদের বিরুদ্ধে বিজেপি অভিযোগ করেছিল, তাঁরা তদন্ত এড়াতে বিজেপিতে গিয়েছেন। তাই এই দুর্নীতিগ্রস্তদের দলে নিয়ে দয়া করে নৈতিকতার বুলি আওড়াবেন না! এই বিজেপি সংসদে মহিলা সাংসদের শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত রবনীত সিং বিট্টুদের সমর্থন করে। ব্রিজভূষণের মতো অভিযুক্ত সাংসদদের প্রতিনিধি করে অপারেশন সিঁদুরের প্রচারে বিদেশে পাঠায়। প্রধানমন্ত্রী, আপনার দলই তো দুর্নীতির তদন্তে থাকা ২৫ জন বিরোধী নেতাকে দলে ভিড়িয়েছে না? তাঁদের মধ্যে ২৩ জনকে আবার ক্লিনচিটও দেওয়া হয়েছে। এই তো আপনাদের চরিত্র!

'ওয়াশিং মেশিন'-এ ঢোকা নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী।

## শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ

**প্রতিবেদন :** ফের নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। এর জেরে ফের বৃষ্টি বাড়বে রাজ্য জুড়ে। আপাতত আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টি বাড়বে। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি কালিম্পং আলিপুরদুয়ারে। দক্ষিণের জেলায় মূলত পরিষ্কার, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরের কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়াচ্ছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। মৌসুমি অক্ষরেখা বাংলার ওপর বিস্তৃত। এর প্রভাবেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

## ছাত্র-ভোটে বাধা দেয়নি রাজ্য, সওয়াল কল্যাণের

**প্রতিবেদন :** ছাত্রভোট নিয়ে ধান্দাবাজ বাম আইনজীবীর দাবি খারিজ করল রাজ্য। মঙ্গলবার ছাত্রভোট সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে রাজ্যের স্পষ্ট দাবি, ছাত্রভোটে রাজ্য কখনও বাধা দেয়নি। বরং রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রভোট করাতে উদ্যোগী সরকার। এদিন রাজ্যের হয়ে জোর সওয়ালে সংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কলেজে নির্বাচনে কখনও কোনও বাধা দেয়নি রাজ্য। বরং ২০১৩ সালে সার্কুলার প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই ভোট করতে আগ্রহ দেখায়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মামলায় রাজ্যের প্রায় ৩৬৫টি কলেজ এবং ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পক্ষভুক্ত করার নির্দেশ দিল বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ১০ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে ১১দিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষে আজ বনগাঁ শহরে নগর সংকীর্তন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার এমসিসিআই-এর কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি অমিত সারাওগি স্মারক তুলে দিচ্ছেন সেবির সদস্য কমলেশচন্দ্র ভার্সনের হাতে।

RDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINE
IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN SHIPBUILDING
গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স পরিদর্শনে সংসদীয় ডিফেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ছিলেন তৃণমূলের লোকসভা সদস্য দীপক অধিকারী (দেব)। মঙ্গলবার।

বালি রবীন্দ্র ভবনে আঠাশে অগাস্টের ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত হাওড়া সদরের যুব সভাপতি কৈলাস মিশ্র, টিএমসিপির জেলা সভাপতি সৌগত হাইত-সহ অন্যরা।

## ২ মহিলা-সহ তিনজনের রহস্যমৃত্যু আনন্দপুরে

**প্রতিবেদন :** একইদিনে আনন্দপুরে উদ্ধার ৩ মৃতদেহ! সোমবার পরপর তিন মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আনন্দপুর থানা এলাকায়। মৃতদের মধ্যে দুজন মহিলা ও একজন পুরুষ। তবে তিনটি দেহের মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক নেই বলেই প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান। প্রথম ঘটনা, বাইপাসের ধারে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ভবঘুরের দেহ উদ্ধার। মাটি থেকে ৫০-৬০ ফুট উঁচুতে গামছার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল দেহটি। উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

আবার বাইপাস-লাগোয়া একটি গেস্টহাউসে সোমবারই এক নর্তকীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম শ্রেয়া বর্মা (২৫)। পাঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা ওই তরুণী বাইপাসের একটি পানশালায় বার ডান্সারের কাজ করতেন। রবিবার রাতে এক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে গেস্টহাউসের একটি ঘর ভাড়া নেন। রাতভর মদ্যপানের পর সোমবার সকালে যুবক চলে গেলে অসুস্থ বোধ করেন তরুণী। যুবক ফিরে এসে তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। অন্যদিকে, সোমবার আনন্দপুরের নোনাডাঙার সেকেন্ড লেন এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা দাবি করেন, ওই মহিলা বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

## বেআইনি মিছিল, চিকিৎসককে পুলিশের নোটিশ

**প্রতিবেদন :** আরজি কর হাসপাতালে মৃত চিকিৎসক পড়ুয়ার শরীরে দেড়শো গ্রাম বীর্য মিলেছে। এমনই ভিত্তিহীন প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামীকে এবার আইন, শৃঙ্খলার অবনতি সৃষ্টি চেষ্টার অভিযোগে নোটিশ দিল কলকাতা পুলিশ। ওই ঘটনার পর পুলিশি অনুমতি ছাড়া গত ৮ অক্টোবর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করেন বাম, অতিবাম ও গেরুয়াপন্থী চিকিৎসকরা। কিন্তু অনুমতি ছাড়া মিছিল করা ও আইনভঙ্গের অভিযোগে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ ডাঃ গোস্বামীর সঙ্গেই ডাঃ মানস গুমটাকেও একই ধারায় নোটিশ ধরিয়েছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর সুবর্ণ গোস্বামীকে এবং ৩ সেপ্টেম্বর মানস গুমটাকে বউবাজার থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাজিরা না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, বেআইনি জমায়েত, বেআইনি পদক্ষেপ নিলে আর তা যদি সাধারণ মানুষের জন্য ভোগান্তি হয় তবে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আরজি কর কান্ডের সময় সুবর্ণ গোস্বামীর দেড়শো গ্রাম বীর্যের বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। ভুয়ো ময়নাতদন্তের উল্লেখ করে রাজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে গিয়ে ডাঃ গোস্বামী দাবি করেন, অভয়ার শরীরে ১৫০ গ্রাম বীর্য মিলেছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা পাল্টা দাবি করেন, কোনও নারীর শরীরে দেড়শো গ্রাম বীর্য একত্রিত হতে হলে কমপক্ষে ৩০ জন ধর্ষক থাকতে হবে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে বীর্য পরিমাপ করা হয় মিলিলিটারে, গ্রামে নয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাদার টেরিজার ১১৬তম জন্মদিবস পালন রায়গঞ্জে

আমার বাংলা

# উত্তরের জেলাগুলি থেকে রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র-যুব যোগ দেবেন ২৮-এর সমাবেশে

■ সমাবেশে যোগ দিতে রওনা হলেন আলিপুরদুয়ারের সমর্থকরা। মঙ্গলবার।

■ সংগঠনের জেলা সভাপতি অমরনাথ ঘোষের নেতৃত্বে বালুরঘাটের সদস্যরা।

■ সিতাই বাসস্ট্যান্ডে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া।

**ব্যুরো রিপোর্ট** : ২৮-এর সমাবেশে যোগ দিতে উত্তরের জেলাগুলি থেকে রওনা দিয়েছেন ছাত্র-যুবরা। মঙ্গলবার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও সদস্যরা আসছেন। কোচবিহারে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলকাতায় কর্মসূচিতে যোগ দিতে রওনা দিলেন প্রায় ২০০ কর্মী। সিতাই বাসস্ট্যান্ড থেকে রওনা হলেন কর্মীরা। তাদের সঙ্গে দেখা করেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। ইতিমধ্যেই সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ছাত্র-যুবরা রওনা হয়েছেন। মঙ্গলবার বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের সদস্যরা কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। এদিন আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন ব্লক থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন ছাত্ররা। কালচিনি ও মাদারিহাট ব্লকের ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন বিকেলে হ্যামিল্টনগঞ্জ, হাসিমারা ও দলগাঁও রেলস্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাদেরকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন স্টেশনে। অপরদিকে, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার দু-নম্বর ব্লক, আলিপুরদুয়ার শহর ও আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের সমস্ত ছাত্রছাত্রী পদাতিক এক্সপ্রেসে রওনা দেয়। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পদাতিক এক্সপ্রেস রওনা হন জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সমীর ঘোষ। তিনি জানান, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর এই নির্বাচনে জেলার ছাত্র-যুবরা বিরাট ভূমিকা রাখবে, তাই রাজ্য নেতৃত্বের থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল ও নিজেদের দায়িত্ব বুঝে এসে চরম পর্যায়ে কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি। দক্ষিণ দিনাজপুরের টিএমসিপি জেলা সভাপতি অমরনাথ ঘোষ জানান, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতা সমাবেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী পৌঁছবেন।

## রাজ্যের উদ্যোগে চা-বাগানে জোড়া রাস্তা

■ মঙ্গলবার হল রাস্তার শিলান্যাস। খুশি বাসিন্দারা।

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। জোড়া রাস্তা পেল বাগডোগরার অর্ড চা-বাগান। মঙ্গলবার দুটি রাস্তার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ১.৫ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়, আনন্দ ঘোষ, অমৃতা এক্কা-সহ অন্যান্যরা। তিনি এসে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতি জানান, অর্ড চা-বাগান থেকে বালাসন নদী পর্যন্ত রাস্তায় পিচ ঢালা হবে। এছাড়াও হাইড্রেনের তৈরির কাজ এর আগে করে দেওয়া হয়েছে। এবার সেই সমস্ত হাইড্রেনের পেভার ব্লক, বালাসন নদী পর্যন্ত পিচের রাস্তা তৈরি করা হবে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ের সাংসদ কিংবা শিলিগুড়ির বিধায়ক কেউ খোঁজ না নিলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি চা-বাগানে নতুন রাস্তা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

## পুজোয় তিনটি নয়া জয় রাইড

**প্রতিবেদন** : পাহাড়ের কোলে সবুজঘেরা চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটছে টয় ট্রেন। জানলার ধারে বসে সোনালি রোদের ফাঁকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে টয়ট্রেন স্বপ্নের এই সফর পূরণ হবে এবারের পুজোয়। কারণ নয়া তিনটে জয় রাইড পরিষেবা চালু হচ্ছে। পুজোয় ভিড় উপচে পড়বে শৈলশহরে। আর পর্যটকদের জন্যে থাকছে জয় রাইডের মাঝে দার্জিলিং চায়ের সুগন্ধী। পুজোর আগেই চালু হচ্ছে একসঙ্গে তিনটি নতুন জয় রাইড পরিষেবা। পাহাড়ি রোমাঞ্চের পাশাপাশি থাকছে দার্জিলিং চায়ের সুগন্ধী স্বাদ, চা-বাগান ঘুরে দেখার সুযোগ, চা তৈরির প্রক্রিয়া বোঝা আর টি-টেস্টিংয়ের অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যেই পর্যটন মহল এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।

## বিরোধীদের নোংরা রাজনীতি

**সংবাদদাতা, মালদহ** : বাম-বিজেপির নোংরা রাজনীতি অব্যাহত। চাঞ্চল্য হরিশচন্দ্রপুরে। আক্রান্ত পুলিশ। গ্রেফতার পাঁচ। ঠিক কী ঘটেছিল? তরুণীকে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরও গ্রামে সালিশি সভা বসে। সেখানে অভিযুক্ত যুবককে মারধর করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগ, বাঁশ, লাঠি, ইট-পাথর নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা গ্রাম। এ-বিষয়ে মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি জানান, পুলিশের উপর হামলা একটি নিন্দনীয় ঘটনা। আশা রাখব, পুলিশ দ্রুততার সাথে সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করবে। পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মী যদি দুষ্কৃতীদের মতো আচরণ করে তা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না। সিপিএম, বিজেপি ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে, তাদের এই দিবাস্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবে না।

## ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত বিজেপি কর্মী

**সংবাদদাতা, কোচবিহার** : নারী সম্মান নিয়ে গলা চড়ানো বিজেপির বিরুদ্ধেই উঠে আসছে একের পর নির্যাতনের অভিযোগ। দলের মহিলা কর্মীকে নিগ্রহের উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। এবার কোচবিহারের সিতাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে সিতাই থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সিতাই থানার চামটা এলাকার এক বিধবা মহিলা সোমবার সিতাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ওই বিজেপি কর্মী ধর্ষণের পর মুখ খুললে বিপদ হবে বলে দীর্ঘদিন থেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ওই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

## দুর্যোগের পূর্বাভাস জানাতে রাডার

**প্রতিবেদন** : পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গে বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে এবার দুই জেলায় বসানো হচ্ছে শক্তিশালী ওয়েদার ফোরকাস্ট রাডার। মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫০ কিমি এবং ৩০০ কিমি দূরত্ব কভারেজের ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি রাডার বসাতে চলেছে আবহাওয়া দফতর। জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর পরিদর্শনে এসে দেশের মৌসম বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বৈঠকে এই খবর দেন।

## সচেতনতার পাঠ

Block level Workshop on Child Protection Issues with School Students
Organised by
West Bengal Commission for Protection of Child Rights

■ শিশুদের সচেতনতার পাঠা দিতে হল কর্মশালা। মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষার উদ্যোগে এই কর্মশালায় ছিলেন চেয়াপার্সন তুলিকা দাস, পরামর্শদাতা অনন্যা চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস মণ্ডল প্রমুখ। ১০টি বিদ্যালয়ের অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক আইন নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

## ফিরলেন বৃদ্ধ দম্পতি

■ প্রশাসনের উদ্যোগে, উচ্চ আদালতের নির্দেশে অবশেষে এক বছর পর ঘরে ফিরলেন বৃদ্ধ দম্পতি। ওই বৃদ্ধ দম্পতির বড় ছেলে এবং পুত্রবধূ বছরখানেক আগে তাঁদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। আদালতের নির্দেশে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ মঙ্গলবার ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। বৃদ্ধের নাম রায়গঞ্জ শহরের উকিল পাড়ার বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব অখিল মজুমদার। তাঁর স্ত্রীর নাম সুস্মিতা মজুমদার। বাড়ি ফিরে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## রাস্তার শিলান্যাস

■ বাসিন্দাদের দাবি মেনে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। মালতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবী খাড়িপাড়া গ্রামের আব্দুল হকের বাড়ি থেকে আবু তালেবের বাড়ি পর্যন্ত ৩৫৬ মিটার ঢালাই রাস্তার শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়। শিলান্যাস করেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ হবে। ছিলেন বাদল সাহা, আবু কালাম আজাদ,আশরাফুল হক প্রমুখ।

## চিতাবাঘের মৃত্যু

■ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের। ঘটনায় মারা যায় একটি বেড়ালও। সোমবার গভীর রাতে বাগডোগরার গঙ্গারাম চা-বাগান সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে চিতাবাঘটি একটি বেড়ালকে তাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ রাস্তায় উঠে আসে। বাগডোগরার রেঞ্জার ভুটিয়া জানান, মৃত চিতাবাঘটিটির বয়স আনুমানিক তিন বছর। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুর আশঙ্কা করা হলেও, মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

# গোরখপুরে গা-ঢাকা দেবরাজের? সৈনিক বাবা আইন মতে শাস্তি চান

■ দিদির মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ভাই করণ। ডানদিকে, শেষযাত্রায় ঈশিতা মল্লিক। মঙ্গলবার।

**প্রতিবেদন** : খুব কাছ থেকে গুলি করে ছাত্রীকে খুন করার পর ফেরার অভিযুক্ত যুবক দেবরাজ সিং। পুলিশের অনুমান, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে ওদের আদি বাড়ি, সেখানেই সম্ভবত গা-ঢাকা দিয়েছে। ২৪ অগাস্ট কাটা পূর্বা এক্সপ্রেসে দেউড়িয়া সদরের একটি ট্রেনের টিকিট পেয়েছে পুলিশ। আততায়ীর খুন করে বেরিয়ে যাওয়ার ছবিও জনৈক ব্যক্তির মোবাইলে ধরা পড়েছে। এগুলো নিয়েই জেলা পুলিশের স্পেশাল টিম বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশের কাছেও সহায়তা চাওয়া হয়েছে। জেটিয়ার বাড়ির সামনে তার ফোনের শেষ টাওয়ার লোকেশন পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত কৃষ্ণনগরে খুনের আগেই মোহনপুরে মোবাইল সুইচ অফ করে দিয়েছিল সে। খুব শিগগিরই ওকে গ্রেফতার করা হবে, আশ্বাস দিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিত কুমার।

জানা গিয়েছে, দেবরাজ বরাবরই বেপরোয়া চরিত্রের। ২০২২-এ স্কুলে সহপাঠীকে বেধড়ক মারধরের জেরে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। সাতদিন আগেই গোরখপুরের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে মা ও দিদি আছেন। মাস দুয়েক আগে যখন গিয়েছিল দিদির সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে মেরে দিদির মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

দেবরাজের বাবা বিএসএফ কর্মী। জয়সলমিরে পোস্টিং। ছেলের খবর শুনে বলেন, সারা জীবন দেশসেবা করেছি, এখনও করছি। ছেলে যদি অপরাধ করে থাকে, আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে। মায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারছি না। রবিবার ফোন করে বলেছিল, ফোনের ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বাড়ি গিয়ে কথা বলব। তারপর এই ঘটনা শুনলাম। দেবরাজের প্রতিবেশীদের বক্তব্য, ও বরাবরই উদ্ধত দুর্বিনীত ধরনের। কৃষ্ণনগরের ১৯ বছরের তরুণী ঈশিতা মল্লিককে তিনটি গুলি করা হয়েছিল। দুটি মাথায় লাগে। খুন করে বেরোনোর সময় মুখোমুখি হয় ঈশিতার মা ও ভাই করণের। পুলিশ জেনেছে, খুনের আগে সে বাড়ি ঘুরে রেইকি করে গিয়েছে। মা ভাইকে আনতে স্কুলে গেলে সেই সুযোগটা নেয়। কাঁচরাপাড়ায় ঈশিতা ও দেবরাজ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ত। পড়াশোনার কারণে ঈশিতা সেখানে ভাড়াবাড়িতে থাকত। তখনই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওদের একসঙ্গে বেশ কিছু ছবি পুলিশ পেয়েছে। দিদির মতো ওকালতি পড়বে বলে ওড়িশার ভিক্টোরিয়া ল কলেজে অনলাইনে আবেদন করেছিল। খুন হওয়ার দিনেই যাওয়ার কথা ছিল কলেজে।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পোস্টমর্টেম হওয়ার পরে ঈশিতার দেহ তার বাড়িতে পৌঁছতেই ওঠে কান্নার রোল। শেষবারের মতো দেখতে মানিকপাড়া ও কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। তাঁরা অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোরতম শাস্তির দাবি করেছেন। চোখের জলে সন্ধের দিকে ঈশিতার দেহ রওনা হয় নবদ্বীপের শ্মশানের দিকে।

# আসানসোলে নতুন ডিএম ও সিপি অফিস

**সংবাদদাতা, আসানসোল** : আসানসোলে নবনির্মিত পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা ডিএম অফিস এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার তথা সিপি অফিস মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুপুর দুটোর সময় বর্ধমান থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন। আসানসোলের কল্যাণপুর হাউজিংয়ে নতুন ডিএম অফিস তৈরি করা হয়েছে। সিপি অফিস হয়েছে আসানসোল সংশোধনাগারের পাশে। জেলাশাসকের অফিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলাশাসক এস পুন্নবালম, কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি, বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেরাম সিং প্রমুখ।

# ছাব্বিশের টার্গেট দিলেন অভিষেক

**(প্রথম পাতার পর)**

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার গোটা রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কার্যত দুয়ারে হাজির হয়েছে। এমন কোনও অঞ্চল, ব্লক, জেলা নেই যেখানে উন্নয়নের ডালি পৌঁছয়নি। তবুও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনটি বিধানসভায় কেন তৃণমূল কংগ্রেসের ফল আশানুরূপ হল না তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন অভিষেক। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় ৯ বিধানসভার সবক'টিই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। একটি ক্ষেত্রেও যাতে ঢিলেমি দেওয়া না হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ২০২৬-এও ৯-এ ৯ করতে হবে জঙ্গিপুরে। সেখানে আরও বেশি করে দলীয় নেতৃত্বকে, জনপ্রতিনিধিদের সময় দিতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে বিজেপির বিপদ। আরও বেশি করে বুথে বুথে যেতে হবে। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে যে ৯টি বিধানসভা রয়েছে তার সবক'টিতেই জিততে হবে, এই প্রত্যয় নিয়েই মাঠে নামতে হবে ২০২৬-এর আগে। নির্দেশ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের।

আর মাত্র কয়েক মাস। এই বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাতজন নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রী তথা হরিরামপুর বিধায়ক বিপ্লব মিত্র, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায়, কুমারগঞ্জ বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার, দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্নেহলতা হেমব্রম এবং দক্ষিণ দিনাজপুর আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি নাজিমুর রহমান। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে ছিলেন সভাপতি খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান জাকির হোসেন-সহ অন্যরা। এর আগে অভিষেক নেতৃত্বকে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলস্তরে মানুষের মধ্যে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। দুয়ারে সরকার থেকে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান করছেন। বুথে বুথে প্রচুর অর্থ দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার উপদেশ দিয়েছেন। জেলার বিধায়ক-বিধায়িকা-সহ নেতৃত্বদের মানুষের কাছে যেতে হবে। তাঁদের সমস্যা শুনতে বলেছেন। ব্লকস্তরে এমনকী অঞ্চলস্তরেও মানুষের পাশে যেতে হবে, তাঁদের সমস্যা শুনতে হবে, সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়াও যে-সকল জায়গায় তৃণমূলের সংগঠনিক শক্তি কম রয়েছে সেখানে জোর দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামীতে নির্বাচনের আগে প্রত্যেকটি ব্লক ও টাউনের নতুন কমিটি গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে যার সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সভাপতি, খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান জাকির হোসেন, যুব সভাপতি কামাল হোসেন, মহিলা নেত্রী হালিমা খাতুন, মন্ত্রী আখরুজ্জামান,বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, ঈমানী বিশ্বাস, আমিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলি, কানাইচন্দ্র মণ্ডল, আশিস মার্জিত।

# স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতাতেই দেশে অনুপ্রবেশ, ব্যবস্থা নিন প্রধানমন্ত্রী : মহুয়া

■ পাট্টাবিলি মহুয়া মৈত্রর।

**সংবাদদাতা, নদিয়া** : নদিয়া জেলার পাট্টাবিলি অনুষ্ঠান হল কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রভবনে। এদিন নিজের ভাষণে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও মোদি-শাহ জুটিকে আক্রমণ করেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় ভাষণ দিয়ে বলছিলেন, বাংলায় অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশিরা, এর জন্যই ভারতের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, মহিলাদের দিকে কুনজর দিচ্ছে। ভারতের মানুষের জমি এবং রোজগার কেড়ে নিচ্ছে মুসলিমরা। যখন প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলছেন, পাশে বসে হাসিমুখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হাততালি দিচ্ছেন। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর উচিত প্রথমেই অমিতের মাথাটা কেটে টেবিলে পেশ করা। অনুপ্রবেশ ঠেকানোর দায়িত্ব বিএসএফের যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন, তার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেওয়া উচিত। মহুয়া আরও বলেন, এককালে আমরা অবিভক্ত বাংলায় ছিলাম। ১৯৭১ থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলো বলছে বাংলাদেশিদের সবাই নাকি খারাপ মানুষ, ভারতীয়দের ধ্বংস করছে। মহুয়ার প্রশ্ন, বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আমাদের প্রবলেম হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশিরা সবাই খারাপ এ কেমন তথ্য!

# পছন্দের বিষয় ছেড়ে ডাক্তারিতে ভর্তি হতে না চেয়ে আত্মহত্যা

**সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম** : এ যেন থ্রি ইডিয়টসের কাহিনি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কড়া ধাঁচের অধ্যক্ষ বীরু সহস্রবুদ্ধ চেয়েছিলেন ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক, ছেলে চায়নি, শেষে আত্মহত্যা করেছিল। একই রকম ঘটনার সাক্ষী হল নন্দীগ্রাম। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই এক মেধাবী ছাত্রী আত্মঘাতী হল। শোকের ছায়া নেমে এল পরিবারে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি এলাকার ঘটনা। মৃত ছাত্রীর নাম দীপশিখা মাইতি (২০)। তিনি নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন। এছাড়াও আইএটি পরীক্ষাতেও সফল হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্পেস সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করা। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাঁকে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার জন্য চাপ দেন। এমন পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই ছাত্রী। মঙ্গলবার তাঁর বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে যাওয়ার কথা ছিল। তার কয়েক ঘণ্টা আগে ভোরের দিকে তাঁকে ডাকাডাকি করতে গিয়ে দেখা যায় ঝুলন্ত অবস্থায়। রেয়াপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# পথদুর্ঘটনায় আহত স্কুলশিক্ষক

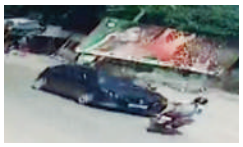

**সংবাদদাতা, বাঁকুড়া** : বাঁকুড়া জেলার জয়পুরে পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক স্কুলশিক্ষক সৌভিক ঘোষ। রাস্তা পারাপার করার সময় একটি ছোট চারচাকা গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কোতুলপুর থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে আসছিল একটি গাড়ি। সেই সময় বিষ্ণুপুরের দিক থেকে মোটরবাইকে নিয়ে যাচ্ছিলেন শিক্ষক। আচমকাই রাস্তার উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে মোটরবাইক গাড়ির সামনে চলে আসে। ধাক্কা মারে গাড়িটি। মোটরবাইক ছেড়ে উড়ে গিয়ে পড়েন শিক্ষক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিয়ে যান জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, মোটরবাইক চালকের বাড়ি বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের কাশীপুর গ্রামে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার রাতে দুর্গাপুরে এক মহিলার বাজারে যাওয়ার পথে গলার সোনার হার ছিনতাই করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে একজন। পলাতক ৩ দুষ্কৃতীকে রাতেই সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ ধরে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করে

## মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন থেকে বিজেপির সব সময় শিক্ষা নেওয়া উচিত

# তৃণমূলে যোগ দিয়ে স্পষ্টবাক পঞ্চায়েত নেত্রী

### পটাশপুর

■ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা পঞ্চায়েত সদস্যা ও কর্মীদের পতাকাদানে উত্তম বারিক।

**সংবাদদাতা, পটাশপুর** : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভাঙন আরও স্পষ্ট করে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা গীতা জানা। মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে স্থানীয় সাউথখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত এই সদস্যা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন সঙ্গে আরও ৬০ কর্মীকে নিয়ে। ফলে বিজেপি নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। পটাশপুর ২ ব্লকের এই সাউথখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের হাতে থাকলেও বিজেপিতে থেকে উন্নয়নের কাজে নিজেকে সামিল করতে না পেরে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নিলেন গীতা জানা। তাঁর হাতে তৃণমূলের সেই ঝাণ্ডা তুলে দেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি তথা পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক, পটাশপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি স্বপনকুমার মাইতি এবং অঞ্চলে প্রধান বিজনবন্ধু বাগ। গীতা জানান, মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গেলে কোনও দিনই বিজেপি করা উচিত নয়। রাজ্যজুড়ে যেভাবে তৃণমূল সরকার উন্নয়ন করে চলেছে বিজেপির তা দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত। তাই মানুষের জন্য কাজ করতে আমি তৃণমূলে এলাম। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় সবকটি বিধানসভায় তৃণমূল পিছিয়ে থাকলেও পটাশপুরে এগিয়ে তৃণমূল। সেই জায়গায় এই যোগদানে তৃণমূল আরও শক্তিশালী হল বলা যায়। বিধায়ক উত্তম বারিক বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সারা বাংলার মানুষের জন্য ভাবেন তা অন্য কোনও দলের নেতারা ভাবেন না। তাই রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ সম্ভব হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে।

## জেলায় জেলায় আঠাশে অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রস্তুতি

# দুটি সমাবেশে শেষ প্রস্তুতি আজ কলকাতায় পাড়ি

**সংবাদদাতা, পুরুলিয়া** : রবিবার রঘুনাথপুর ১ ব্লক ও সিধো কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের মাধ্যমে ২৮ অগাস্ট সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতা সমাবেশের সমর্থনে প্রস্তুতি শেষ করল পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সোমবার সকাল থেকেই জেলার ছাত্ররা কলকাতা রওনা দেওয়া শুরু করবেন। জেলা সভাপতি কিরীটী আচার্য জানান, ট্রেনেই বেশিরভাগ ছাত্র কলকাতা যাবেন। কিছু ছাত্রছাত্রী যাবেন বাসে বা অন্য গাড়িতে।

■ কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি মিছিল।

# প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাবেশের সমর্থনে ঘাটাল টিএমসিপির বাইক মিছিল

**সংবাদদাতা, ঘাটাল** : ২৮ অগাস্ট সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতা সমাবেশের সমর্থনে ঘাটাল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বিজেপির বাংলাবিদ্বেষ ও বাংলাভাষীদের ওপর তাদের সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে বাইক মিছিল করল। আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সংগঠনের মহাসমাবেশ হবে। প্রতিষ্ঠা দিবস ও বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপির সন্ত্রাস ও বাংলাবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে এই বাইক মিছিলে ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৈয়দ মিলু, তৃণমূল নেতা আশিস হুদাইত, শঙ্কর দলই-সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকশো সদস্যরা। ঘাটালের জলসরা থেকে শুরু হয়ে ঘড়ি মোড়ে শেষ হয় এই মিছিল।

■ ঘাটালে বাইক মিছিলে পশ্চিম মেদিনীপুর টিএমসিপি ও তৃণমূল নেতৃত্ব।

## ভরসা সিআইডিতেই

**(প্রথম পাতার পর)** তদন্তের আবেদন জানান। তা শুনে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, ‘‘সিবিআই এখন গ্যালারি শো হয়ে গিয়েছে। এই মামলা এখন সিবিআই-কে দিলে গ্যালারি শো হয়ে যাবে।’’ এরপরই তিনি কার্যত ঘোষণা করেছিলেন, ডিআইজি, সিআইডির তত্ত্বাবধানে একটি দল গঠন করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। মঙ্গলবার এই মামলার রায়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের স্পষ্ট নির্দেশ, সিবিআই নয়, সিআইডি-ই এই মামলার তদন্ত করুক। ডিআইজি পদমর্যাদার একজন আধিকারিকের নেতৃত্বে সিট গঠন করবেন এডিজি, সিআইডি। সিআইডির হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরাও থাকবেন সিটে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করবে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা। ওইদিনই পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১১ জুলাই, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির বছর তেইশের সুজিত দাস এবং পঁয়ষট্টি বছর বয়সি চন্দ্র পাইকের মৃত্যু হয়। সুজিত পূর্ব ভাঙনমারি গ্রামের বাসিন্দা। চন্দ্র ঝাঁটিহারির বাসিন্দা। খবর পেয়ে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় খেজুরি থানার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। স্থানীয়দেরও একই দাবি ছিল। তাঁরা জানান, অনুষ্ঠানস্থলের কাছে একটি হ্যালোজেন লাইট খুলে পড়ে দুই ব্যক্তির উপর। তার জেরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন দু’জন। তবে পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তিদের পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তও হয়।

## জঙ্গলমহলে হাতিদের পুরনো আশ্রয় ফেরাতে নতুন করে বৃক্ষরোপণ

**সংবদদাতা, ঝাড়গ্রাম** : ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের কুন্ডলডিহি এলাকায় হাতিদের পুরনো আশ্রয়স্থল ফের গড়ে তুলতে উদ্যোগী স্থানীয় ইউনাইটেড ক্লাব মাঠের চারপাশ জুড়ে শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু-সহ নানা প্রজাতির গাছের চারা লাগাচ্ছে। লক্ষ্য, ১,৬০০ গাছ লাগানো। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশো গাছ রোপণও করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগে এখানকার একটি বাগানে হাতির দল প্রায়ই আশ্রয় নিত। বহু গাছ মারা যাওয়ায় এক সময় হাতিদের সেই আশ্রয় হারিয়ে যায়। নতুন করে গাছ লাগিয়ে আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন সদস্যরা। চারাগাছের সুরক্ষায় মাঠের চারপাশে প্রায় ২ হাজার ফুট বেড়াও দেওয়া হবে। সম্পাদক মনোহর মাহাতো বলেন, হাতিদের পুরনো আশ্রয়স্থল ফেরাতে পরিকল্পনা করে ফের নতুন চারা পোঁতা হবে। গাছ বাঁচাতে বেড়া দেওয়া হবে। এর ফলে হাতিরাও তাদের আশ্রয় পাবে, পাশাপাশি গ্রামে ফিরবে সবুজের শোভা।

## জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন বঙ্গরত্ন শিক্ষিকা তনুশ্রী

**সংবাদদাতা, খড়্গপুর** : সরকার পোষিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, এমনকি শিশুদের জন্য স্মার্ট ক্লাসরুমও। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতেই তৈরি করে ‘শিখন শিক্ষণ উপকরণ’। কয়েক মাস আগে সর্বশিক্ষা মিশনের প্রতিযোগিতায় এই কারণে প্রথম স্থান অধিকার করে তারা। অতিসম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ‘বাল্যবিবাহ’ প্রতিরোধের বার্তাবহ শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতাতেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর এই স্কুলেরই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে জাতীয় শিক্ষক সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন। এর আগে ২০২০ সালে রাজ্য সরকারের ‘শিক্ষারত্ন’ পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার’-এর খবর পেয়ে তনুশ্রী বলেন, আমি খুব খুশি।

দিল্লি দরবার
27 August 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভিনজাতের প্রেমিককে বিয়ে করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন প্রেমিকা। প্রতিশোধ নিতে প্রেমিকাকে গুলি করে খুনের পর আত্মঘাতী হল যুবক। বিহারের রোহতাসের ঘটনা

## নেটপ্রভাবীদের কড়া নির্দেশ

# বাক্‌স্বাধীনতাকে রক্ষাকবচ করা চলবে না: সুপ্রিম কোর্ট

**প্রতিবেদন:** নেটের কনটেন্টের স্বচ্ছতা রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। স্পষ্ট জানিয়ে দিল, নিজেদের কনটেন্ট তৈরির জন্য বাক্‌স্বাধীনতাকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না নেটপ্রভাবীরা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের অভিমত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কনটেন্ট তৈরি করেন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররা। সেই কারণেই কোনও কনটেন্ট বাণিজ্যিক বা নিষিদ্ধ বক্তৃতার আওতায় পড়লে তা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার হিসাবে প্রযোজ্য হবে না। স্পষ্ট নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। নেটপ্রভাবী রণবীর ইলাহাবাদিয়ার একটি অনলাইন বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, সেই নিয়েই মামলা উঠেছিল এদিন। বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে ঠাট্টা করার অভিযোগ ওঠে রণবীর এবং ৫ সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে। পরে তাঁরা এরজন্য ক্ষমা চাইলেও শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, ওই ৫ জনকে নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে সাধারণ মানুষের কাছেও।

## বিজেপির মধ্যপ্রদেশে জাতপাতের রাজনীতির পরিণতি

# উচ্চবর্ণে বিয়ে করায় দলিত যুবককে পিটিয়ে মারল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা

**প্রতিবেদন:** বিজেপি রাজ্যে জাতপাতের বিদ্বেষ কোন মাত্রায় পৌঁছেছে তার প্রমাণ মিলল আবার। উচ্চবর্ণের পরিবারের মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করার 'অপরাধে' জীবন দিতে হল দলিত যুবককে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন পিটিয়ে মারল তাঁকে। অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। হারসি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিজের বাড়িতে বাবা-মাকে দেখতে এসে গত ১৯ অগাস্ট আক্রান্ত হন ওমপ্রকাশ। স্ত্রী শিবানীর বাড়ির লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপরে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে তারা। ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে লাঠি-লোহার রড দিয়ে পেটানো হয় তাঁকে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হন স্ত্রী শিবানীও। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় গোয়ালিয়রের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওমপ্রকাশকে। সোমবার সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধিক্কার উঠেছে রাজ্যজুড়ে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য বিজেপির জাতপাতের রাজনীতিকেই দায়ী করেছেন রাজ্যের মানুষ। লক্ষণীয়, উচ্চবর্ণের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য এর আগে ওমপ্রকাশকে ৫১,০০০ টাকা জরিমানাও করেছিল হারসি গ্রাম পঞ্চায়েত। তাঁর পরিবারকে বয়কট করারও হুলিয়া জারি করেছিল। শিবানীর বাবা শাসানি দিয়ে বলেছিল, ওমপ্রকাশ যেন গ্রামে আর পা না রাখে।

পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও বাড়ি থেকে পালিয়ে শিবানীকে বিয়ে করেছিলেন ওমপ্রকাশ। শিবানীর বাড়ি থেকে অভিযোগও দায়ের করা হয় থানায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক শিবানী স্বামীর সঙ্গেই ঘর ছাড়েন। ছাড়েন গ্রামও। কখনও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায়, কখনও উত্তরপ্রদেশে ঘর বাঁধেন নবদম্পতি। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেও হুমকি থেকে রেহাই পাননি ওমপ্রকাশ। তবুও নিজের বাবা-মাকে দেখতে ১৯ অগাস্ট নিজের গ্রামে এসেছিলেন ওমপ্রকাশ। বাড়িতে পালন করতে এসেছিলেন রাখীবন্ধন উৎসব। সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবানীর বাবা এবং তার পেটোয়া লোকজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একজন অভিযুক্তকেও এখনও গ্রেফতার করেনি পুলিশ। শুধুই ১২ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে আপাতত দায় সেরেছে পুলিশ।

# মোদিরাজ্যের বনতারায় সিট গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট

**প্রতিবেদন:** বিপদগ্রস্ত পশুদের আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নজর কাড়ার চেষ্টা চালিয়েছিল গুজরাতের বনতারা। এবার প্রশ্ন উঠেছে সেখানে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পশু নিয়ে আসার প্রক্রিয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। সেই সংক্রান্ত মামলায় বনতারার পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের সিট গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট।

গুজরাতের জামনগরে তৈরি বনতারা ইন্ডিয়া নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, বেআইনিভাবে ওই উদ্ধারকেন্দ্রে দেশ ও বিদেশ থেকে পশু আনা হয়েছে। বন্দি পশুর সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না ও সংস্থার আর্থিক অসঙ্গতি রয়েছে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পঙ্কজ মিত্তল ও বিচারপতি পি বি ভারালের বেঞ্চ এই পশু সংগ্রহালয় ও উদ্ধারকেন্দ্রের বিরুদ্ধে তদন্তে তিন সদস্যের সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

# প্রকৃত তথ্য ধামাচাপা দিয়েছে মোদি সরকার

**প্রতিবেদন** : ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি। কেন্দ্রের মোদি সরকারের অবস্থা ঠিক এইরকমই। এই ভাষাতেই মোদি-শাহ ডবল ইঞ্জিন সরকারকে তুলোধোনা করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সম্প্রতি শেষ হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন, যেখানে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় বিরোধী দলের সাংসদরা কেন্দ্রের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্নের জবাব জানতে চান। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্নে তথ্য ধামাচাপা দিয়েছে মোদি সরকার। অভিযোগ ডেরেক ও'ব্রায়েনের। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, তৃণমূল সাংসদদের পাশাপাশি আপ, ডিএমকে, কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী সাংসদদের একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি মোদি সরকার।

লক্ষণীয়, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুশ্রম সংক্রান্ত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চান। কিন্তু মোদি সরকার আসল তথ্য চেপে গিয়ে ২০১৮-২০ সালের ৩০০০ শিশুশ্রমের পরিসংখ্যান তুলে দায়সারা জবাব দেয়। ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রশ্ন তোলেন, দেশে জনসংখ্যা যেভাবে দ্রুতগতিতে বাড়ছে তাতে বেকারত্ব এবং করের বোঝায় সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। বেকারত্ব নিয়ে প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর সরাসরি এড়িয়ে গেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। মন্তব্য ডেরেকের।

একইভাবে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুস্মিতা দেব নিজের প্রশ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে লোকো পাইলটদের কাজের সময় নিয়ে কোনও সমীক্ষা করেছে কি কেন্দ্র? যে কর্তারা লোকো পাইলটদের অসত্য ডিউটি রেকর্ড ফাইল করতে বাধ্য করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা। উত্তর মেলেনি।

# বিজেপির প্রতিহিংসার শিকার আপ নেতা

**প্রতিবেদন** : বিহার-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই পায়ের নিচে জমি হারাচ্ছে বিজেপি। আর সেটাকে ধামাচাপা দিতে প্রতিহিংসার রাজনীতির ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে চলেছে গেরুয়া শিবির। এবার আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের গ্রেটার কৈলাসের বাড়িতে হানা দিল ইডি। মঙ্গলবার দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভের বাড়ি ছাড়াও আরও ১৩ জায়গায় অভিযান চালায় তারা। হাসপাতাল কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে যাওয়ার অজুহাতকে সামনে রেখেই সৌরভের বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই হানা।

# ঘরে ফিরল টাইগার-ভুরো, আবেগাপ্লুত দিল্লির চাঁদনি

**প্রতিবেদন:** ঘরে ফেরার আনন্দে উদ্বেলিত ওরা। বাঁধ মানছে না চোখের জল। আবেগাপ্লুত রাস্তার হকার থেকে শুরু করে অটোচালক-সহ গোটা এলাকার অধিকাংশ মানুষই। দিল্লির চাঁদনি চকের কাছে অঙ্গুরিবাগ হনুমান মন্দির এলাকায় এখন শুধুই খুশির হাওয়া। কারণ? ১৩ দিনের বন্দিজীবন কাটিয়ে এলাকায় ফিরে এসেছে সকলের প্রিয় টাইগার, ভুরো। ফেরার প্রতীক্ষায় কালু। রাজধানীর চাঁদনি এলাকার রীতিমতো পরিচিত পথকুকুর। জনপ্রিয়তার নিরিখে অবশ্য সামান্য এগিয়ে রয়েছে কালো-বাদামি রঙা ১৪ মাসের টাইগারই। এলাকায় ফিরেই সে লাফিয়ে উঠে পড়ল ভেন্ডার নন্দেশ্বর সাহুর কোলে। ৬২ বছরের সাহুজির বুকে মুখ ঘষে লেজ নাড়িয়ে আত্মহারা টাইগার। কৃতজ্ঞতায় ভরা দু'চোখ। হবে না-ই বা কেন, জন্মের পর থেকেই টাইগারকে যত্ন-আত্তি করেছেন বিহার থেকে আসা নন্দেশ্বর সাহু। রাতের পর রাত ফুটপাতে তাকে আগলে রেখে ঘুমিয়েছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এলাকার প্রায় ৪৭টি পথকুকুরকে স্বাধীনতা দিবসের আগে পাকড়াও করে পাঠানো হয়েছিল কাছেই টিমারপুরের অ্যানিমাল বার্থ কন্ট্রোল সেন্টারে। তারপরে একে একে নির্বীজকরণ, কৃমিমুক্ত করা এবং প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিনেশন। সযত্নে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে সারমেয়দের নখও।

সবকিছুর শেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই যখন পুরসভার গাড়ি জৈন মন্দির এলাকায় ছেড়ে দিয়ে গেল টাইগার, ভুরো-সহ ৬টি পথকুকুরকে, তখন চোখের জল সামলাতে পারলেন না সাহুজি। শুধু তিনি কেন, আনন্দাশ্রুতে ভাসলেন ফুলবিক্রেতা ফুল বিক্রেতা পঙ্কজ চৌধুরীও। টাইগারের প্রত্যাবর্তন যেন পরিবারের কোনও সদস্যের ফিরে আসা।

আসলে ১৩ দিন ধরে টাইগারকে খুঁজে বেড়িয়েছেন নন্দেশ্বর, পঙ্কজরা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন টাইগার আর তার সঙ্গীদের পথ চেয়ে। তাই রবিবার পুরসভার খাঁচাগাড়ি চেপে ঘরে ফেরা মাত্রই টাইগারকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন নন্দেশ্বর সাহু থেকে শুরু করে চাঁদনি এলাকার হকার, দোকানদার, অটোচালকরাও। কাগজের প্লেটে স্ন্যাক্স সাজিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। এলাকায় শুধুই খুশির হাওয়া। কেউ বলছেন, ফিরে এসেছে আমাদের ঘরের লোক। কেউ বলছেন, এখন সবাই মিলে আনন্দ কর। আবার কারও মন্তব্য, চেহারাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। কারও কথায়, আপদে-বিপদে আমাদের রক্ষা করে টাইগারই। খুশি আর কৃতজ্ঞতায় তখন লেজ নেড়ে অস্থির টাইগার। খাবার প্লেটের দিকে তাকানোর সময় কোথায়!

ফেরার অপেক্ষায় আরও বেশকিছু পথকুকুর। কিন্তু ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে আর তর সইছে না তাদের। প্রাণপণে রডের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় মরিয়া তাদেরই অন্যতম কালু।

# অনাহারে মারা হল বধূকে

**প্রতিবেদন** : ভয়ঙ্কর ঘটনা তেলেঙ্গানায়। যেন গ্রেটার নয়ডায় পণের জন্য নিকি ভাটিয়াকে নৃশংস খুনের ঘটনার প্রতিচ্ছবি। স্ত্রীকে ঘরে দু'বছর বন্দি করে, অনাহারে রেখে তিল তিল করে মারল এক যুবক। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী তেলেঙ্গানার কোঠাগুদেম জেলা। হত গৃহবধূর নাম লক্ষ্মীপ্রসন্ন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, পণ হিসেবে ২ একর আমবাগান, কৃষিজমি, ১০ লক্ষ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার গয়না দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীর উপর অত্যাচার চালাত স্বামী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ট্রাম্পের শুল্কবাণে অস্থিরতা শেয়ার বাজারে। পড়ল সেনসেক্স-নিফটি। ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের একদিন আগেই ধরাশায়ী ভারতের শেয়ার বাজার।

### আজ থেকে লাগু হবে শুল্কবোঝা

# রাশিয়ার তেল থেকে ভারতে লাভ বেশি বেসরকারি সংস্থার

**প্রতিবেদন** : ট্রাম্পের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ২৭ অগাস্ট থেকে ৫০ শতাংশের নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর হলেও ভারতের তেল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলি সেই সময়সীমার পরেও ছাড়যুক্ত মূল্যে রাশিয়ার তেল পাওয়ার আশা করছে। তবে, জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা এবং সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার তেল কেনার ফলে ভারতের যে লাভ হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলির চেয়ে দুটি বেসরকারি সংস্থাই বেশি মুনাফা অর্জন করেছে। এই দুটি বেসরকারি সংস্থা হল মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রাশিয়ার রোসনেফ্ট পরিচালিত নায়ারা এনার্জি। মিলিতভাবে এই দুই বেসরকারি সংস্থার আমদানির পরিমাণ দেশের আমদানিকৃত তেলের ৪০ শতাংশেরও বেশি। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত প্রতিদিন গড়ে ১৫ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করে। এর সিংহভাগ পাচ্ছে দুই সংস্থাই। এদিকে দিল্লির নির্দিষ্ট জ্বালানি মূল্যের নীতির দ্বারা সুরক্ষিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলি বেসরকারি সংস্থার তুলনায় কম লাভ করেছে। পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, তেল আমদানি সুষমভাবে বিতরণ করা হয় না এবং বেসরকারি খাতের পরিশোধনকারী সংস্থাগুলি সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে।

### আর্থিক মুনাফার অঙ্কে পিছিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা

সামুদ্রিক গোয়েন্দা সংস্থা কেপ্লার-এর ডেটা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এপর্যন্ত দৈনিক ১৮ লক্ষ ব্যারেল রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ছাড় দিয়ে আমদানি করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি বেসরকারি ভারতীয় পরিশোধনকারী সংস্থা মিলিতভাবে ৮,৮১,০০০ ব্যারেল প্রতিদিন আমদানি করেছে। ভারতে মোট সাতটি সংস্থা এই তেল আমদানি করে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এরপর থেকে রাশিয়া গত ৪২ মাসে গড়ে ভারতীয় অপরিশোধিত তেল আমদানি বাজারের ৩২ শতাংশ দখল করার লক্ষ্য নিয়েছিল। ২০২১ সালে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ২ শতাংশ। পুতিনের দেশ থেকে এই আমদানির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং নাইজেরিয়া থেকে ভারতের আমদানির প্রয়োজন এবং পরিমাণ কমে গেছে। ২০২৫-এর জুনে ভারতীয় বাজারে রুশ তেলের অংশীদারিত্বের রেকর্ড ৪৫ শতাংশে পৌঁছেছিল, অর্থাৎ ভারতের বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রায় প্রতি দ্বিতীয় ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রাশিয়া থেকে এসেছে। আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এই প্রক্রিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে, যদিও লাভের পরিমাণ অজানা। যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পরিশোধনকারী সংস্থাগুলির উপর মূল্য নিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ জ্বালানি বাজারের প্রতি একটি দায়িত্ব রয়েছে, তাই এই দুটি বেসরকারি সংস্থা তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটি বড় অংশ ইউরোপ এবং এশিয়ায় লাভজনক মূল্যে রপ্তানি করতে পারে। পরিমাণগত দিক থেকে এই বছর ভারতের জ্বালানি রফতানির ৮১ শতাংশই রিলায়েন্স এবং নায়ারা একসাথে করেছে, যার বেশিরভাগই ডিজেল এবং জেট ফুয়েলের মতো মাঝারি ডিস্টিলেট। প্রতিদিন ৯,১৪,০০০ ব্যারেল রফতানি করে রিলায়েন্স ভারতের মোট রফতানির ৭১ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জামনগর শোধনাগার তার উৎপাদনের প্রায় ৬৭ শতাংশ রফতানি করেছে এবং জুনে রাশিয়ার তেলের আমদানি প্রতিদিন ৭,৪৬,০০০ ব্যারেল ছিল, যা জামনগরের প্রতিদিনের ১৩ লক্ষ ৬ হাজার ব্যারেল ক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি।

RUSSIA
RUSSIA

# কলেজিয়ামের সুপারিশ নিয়ে ভিন্নমত এবার সুপ্রিম কোর্টেই

**প্রতিবেদন** : বিচারপতি নিয়োগ ঘিরে নতুন দ্বন্দ্ব। এবার সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত ঘিরেই ভিন্নমত ও বিতর্ক সামনে এল। সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলিকে শীর্ষ আদালতে উন্নীত করার সুপারিশ করেছে কলেজিয়াম। এই সুপারিশ ঘিরে কলেজিয়ামের সদস্যদের মধ্যে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, এক বিচারপতি জোরালোভাবে আঞ্চলিক ভারসাম্য এবং বিচারবিভাগীয় নিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব উল্লেখ করে এই সুপারিশের বিরোধিতা করেছেন। এই ঘটনা বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম নিয়োগের জন্য দুটি নাম সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। এঁরা হলেন, বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অলোক আরাধে এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলি। যদি এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৩৪-এ পৌঁছবে, যা আদালতের অনুমোদিত পূর্ণ ক্ষমতা।

কিন্তু বিতর্ক বেধেছে সুপারিশের নাম ঘিরেই। পাঁচ সদস্যের কলেজিয়ামের অন্যতম সদস্য বিচারপতি বি ভি নাগরত্না তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন বিচারপতি পাঞ্চোলির পদোন্নতি নিয়ে। লিখিত ভিন্নমত নোট আকারে জমা দিয়েছেন তিনি। তাঁর যুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই গুজরাত হাইকোর্ট থেকে দু'জন বিচারপতি আছেন— বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়া। তৃতীয় আরেকজন বিচারপতি যুক্ত হলে আদালতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। বিচারপতি পাঞ্চোলির গুজরাত থেকে পাটনায় বদলি এবং তাঁর দ্রুত পদোন্নতির প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি নাগরত্না। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ একটি ভুল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে এবং কলেজিয়ামের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। নাগরত্না আরও উল্লেখ করেছেন যে, যদি বিচারপতি পাঞ্চোলিকে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ২০৩১ সালের অক্টোবরে ভারতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার দৌড়ে থাকবেন। এই সময়কালে তিনি প্রায় দুই বছর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিচারপতি নাগরত্না সতর্ক করে বলেন, আঞ্চলিক বিবেচনাগুলি যদি সতর্কতার সাথে না দেখা হয়, তাহলে তা বিচার প্রশাসনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করার দায়িত্ব কলেজিয়ামের। এতে থাকেন ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং চারজন প্রবীণতম বিচারপতি। বর্তমান কলেজিয়ামে প্রধান বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি নাগরত্না ছাড়াও বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী রয়েছেন। এদিকে কলেজিয়ামের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দুটি সুপারিশই অনুমোদিত হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট বহু মাস পর পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছবে।

### আঞ্চলিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন

# বৈষ্ণোদেবীর পথে ধস, মৃত ৫

**প্রতিবেদন** : জম্মু ও কাশ্মীরের ত্রিকুট পাহাড়ে অবস্থিত মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ভূমিধসে মঙ্গলবার পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৪ জন আহত। প্রবল বর্ষণে এই অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ঘটনার পর জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় অবস্থিত তীর্থস্থানে যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। বিকেল ৩টে নাগাদ আধকুমারীতে ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, যা পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দির পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার পথের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত। একই দিনে হিমকোটি ট্রেক রুটে তীর্থযাত্রা আগেই স্থগিত করা হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টির কারণে কর্তৃপক্ষ দুপুর ১.৩০ মিনিটে পুরনো রুটটিও পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। গত তিনদিন প্রবল বৃষ্টিপাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে একাধিক স্থানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্ষতি হওয়ায় ওই অঞ্চলে নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ঘটেছে। উত্তর রেলওয়ে কাটরা, উধমপুর এবং জম্মু রেলস্টেশন থেকে ১৮টি ট্রেন বাতিল করেছে।

# মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হঠাৎ বন্যায় বিপর্যস্ত ডোডা, মৃত্যু

**প্রতিবেদন** : জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় মঙ্গলবার মেঘভাঙা বৃষ্টির দাপটে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে কাঠুয়া ও কিশতওয়ার জেলাতেও একই ধরনের দুর্যোগ দেখা গিয়েছিল। আকস্মিক ও ভারী বর্ষণের ফলে বন্যার জেরে বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

জম্মু অঞ্চলের কাঠুয়া, সাম্বা, ডোডা, জম্মু, রামবন এবং কিশতওয়ার-সহ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পুরো জম্মু ডিভিশনে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ভূমিধস এবং পাথর পড়ার আশঙ্কায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্থগিত রাখা হয়। ডোডার একটি স্থানীয় নদী উপচে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ভেসে গেছে। একাধিক নদী ও খালে ইতিমধ্যেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাতের মধ্যে জলের স্তর আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক এক কর্মকর্তা বলেছেন, জম্মু অঞ্চলে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং লোকজনকে জলাশয় এবং ভূমিধসপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টিতে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং সমতল অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ নদীর জলের স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঠুয়া জেলায় সোমবার পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১৫৫.৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, এরপর ডোডার ভাদেরওয়াহতে ৯৯.৮ মিমি, জম্মুতে ৮১.৫ মিমি এবং কাটরায় ৬৮.৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানায় আবহাওয়া দফতর। ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত উঁচু এলাকায় সম্ভাব্য মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের বিষয়ে সতর্কতা জারি হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণদলকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। জম্মুতে সপ্তাহান্তে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ১৯০.৪ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা অগাস্ট মাসের জন্য এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। এর আগে অগাস্ট মাসের জন্য সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৫ অগাস্ট, ২২৮.৬ মিমি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় ২০২২ সালের ১১ অগাস্ট, ১৮৯.৬ মিমি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরা দুধ জ্বাল দিয়ে সর ফেলে খেতে পারেন। টক দই খেতে পারেন। লো ফ্যাট দুধ বা টক দইয়ে যে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম থাকে তা উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

# বেড়ে চলেছে হার্টের অসুখ

কোভিড-১৯-এর কবল থেকে মুক্তি পেলেও বিপদ আজও কমেনি। গবেষণা অনুযায়ী কোভিড-পরবর্তীতে যতদিন গড়াচ্ছে ক্রমশ বাড়ছে স্ট্রোক এবং হার্টের অ্যাটাকের ঝুঁকি বিশেষত মহিলাদের। এর কারণ কী? এই ঝুঁকি কমাতে কী করবেন লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়া স্বাভাবিক নিয়ম। শরীরের বয়স যেমন বাড়ে ঠিক তেমনই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও বয়স বাড়ে কিন্তু যদি সময়ের আগেই বয়স অনেকটা বেড়ে যায় তাহলে? একটা সময় কোভিড ১৯-এর মতো জটিল এক অতিমারির কবলে পড়েছিল গোটা পৃথিবী আজ সেই অভিশাপ-মুক্ত হয়েও সম্পূর্ণ বিপদ-মুক্ত হইনি আমরা। কারণ সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে কোভিড-পরবর্তীতে যাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাঁদের বেশিরভাগের ভাস্কুলার এজিং এক ধাক্কায় প্রায় ৫ বছর বেড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভাস্কুলার এজিং হল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রক্তনালির গঠন ও কার্যকারিতার পরিবর্তন। যেমন রক্তবাহিকা নালি শক্ত হওয়া, এন্ডোথেলিয়ামের কার্যকারিতা হ্রাস ইত্যাদি অর্থাৎ খাতায়-কলমে কোনও ব্যক্তির যা বয়স তা থেকে তাঁর রক্তবাহিকা নালির বয়স পাঁচ বছর বেশি হতে দেখা যাচ্ছে কোভিড সারভাইভারদের মধ্যে। যার মধ্যে মহিলারাই সংখ্যায় অনেক বেশি। ফ্রান্সের একদল গবেষক তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন যেসব মহিলা একটা সময় কোভিড-আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের রক্তবাহিকা নালির বয়স যাঁরা এই রোগে আক্রান্ত হননি তাঁদের রক্তবাহিকা নালির বয়সের চেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তবাহিকা নালি শক্ত হতে থাকা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু কোভিড হলে এর পরবর্তীতে এই রক্তবাহিকা নালি আরও দ্রুত শক্ত হতে শুরু করে অর্থাৎ রক্তনালির বয়স দ্রুত বাড়তে থাকে। এর ফলে স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় একলাফে অনেকটা। গবেষকরা ‘ক্যারোটিড-ফেমোরাল পালস ওয়েভ ভেলোসিটি’ বা (PWV) ব্যবহার করে রক্তনালি বয়স পরিমাপ করেছেন। PWV-তে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ০.৫ মিটার বৃদ্ধি ক্লিনিক্যালি তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবর্তনটি মোটামুটিভাবে পাঁচ বছরের বার্ধক্যকে বোঝায়। কিন্তু মহিলাদের কেন বেশি? গবেষণা বলছে মহিলারাই বেশি এই রক্তবাহিকা নালি বা ব্লাড ভেসেলস স্টিফনেসে ভুগছেন। কারণ মহিলাদের দ্রুত এবং শক্তিশালী রোগপ্রতিরোধ শক্তি যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।

এ তো গেল গবেষণার কথা। কিন্তু কোভিড-পরবর্তীতে হৃদরোগের ঘটনা যে বেড়েছে এটা সকলেই মানবেন। খবরের কাগজ, সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি চ্যানেল সর্বত্র হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর, ছবি, ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। গবেষণা অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ হবার পর হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা যাঁর কোভিড হয়নি তাঁর চেয়ে চারগুণ বেশি বেড়ে যায়। কারণ কোভিড ১৯ এন্ডোথেলিয়াম অর্থাৎ রক্তনালির ভিতরের আস্তরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। এর ফলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে, রক্তনালি লিক হতে পারে, রক্ত প্রবাহ কমে যেতে পারে।

## বেড়েছে হার্টের অসুখ

পরিসংখ্যান বলছে কোভিডের পরবর্তী বছরগুলোয় বেড়েছে হার্টের রোগের সম্ভাবনা। যে হার্টের অসুখ, স্ট্রোক, হৃদরোগ একটা সময় বয়স্কদের অসুখ বলেই বিবেচিত হত সেই অসুখটাই এখন তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে।

সমীক্ষা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে এটা শ্বাসযন্ত্রের অসুখ হলেও হৃদযন্ত্রে প্রভাব ফেলছে মারাত্মক যার প্রভাব এই ২০২৫-এও বিদ্যমান। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোভিডের পরবর্তী প্রভাব হিসেবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন, হার্ট ফেলিওর, অ্যারিথমিয়া, স্ট্রোক ইত্যাদির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকী যাঁদের আগে কোনও রকম হৃদরোগের সম্ভাবনাই ছিল না তাঁদের ক্ষেত্রেও।

## কেন এই রিস্ক থেকেই যাচ্ছে

▶ যাঁদের একবার বা একাধিকবার কোভিড হয়েছে তাঁদের দেখা গেছে হার্টে অক্সিজেন এবং রক্ত সরবরাহ কম হচ্ছে।

▶ অসুখ-পরবর্তী শারীরিক পরিবর্তন এবং জটিলতা।

▶ মানসিক চাপ অনেকটা বেড়ে যাওয়া।

▶ মাল্টিসিস্টেম ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম বা এমআইএস। এটি একটি অটো ইমিউন ডিজিজ যা কোভিড ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পরে দেখা যায়।

▶ কোভিড পজিটিভ হবার পর সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও অনেকের শরীরেই ট্রপোনিন-এর মাত্রা বেড়ে গেছে।

▶ আগে থেকেই কোমর্বিডিটি রয়েছে অর্থাৎ শুগার প্রেশার, ডায়াবেটিস, সেই সঙ্গে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা যাঁদের ছিল তাঁদের চাপ অনেক বেশি।

## উপসর্গ বুঝুন ব্যবস্থা নিন

▶ দ্রুত হৃদস্পন্দন বা বুক ধড়ফড়ানি শুরু হওয়া।

▶ অনিয়মিত হার্ট রেট বা হৃদস্পন্দন এবং হার্টের রিদমও অনিয়মিত থাকা।

▶ বাঁ দিকের হাত, ঘাড়, চোয়াল এবং পিঠে ব্যথা এবং অস্বস্তি।

▶ মাথা ঘোরা-ঘোরা ভাব বিশেষ করে বসে থাকার পর যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

▶ বুকে চাপ, অস্বস্তি বা বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, প্রচুর ঘাম।

▶ হাত-পায়ের অসাড়তা।

▶ নীলাভ এবং নীলচে বর্ণের শুকনো ঠোঁট।

▶ গোড়ালি ফোলা বা পা হঠাৎ ফোলা।

▶ হঠাৎ দুর্বলতা বা ক্লান্তি।

▶ বমি-বমি ভাব এবং বমি।

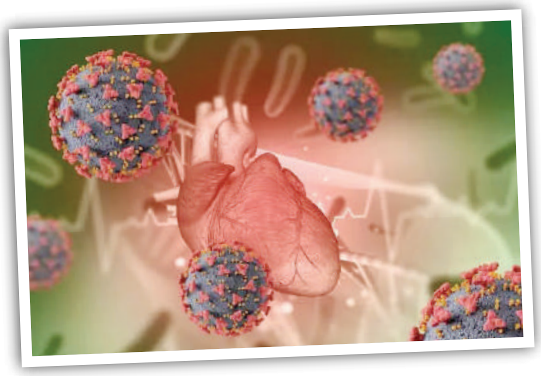

## কীভাবে প্রতিরোধ করবেন

▶ কথায় বলে প্রিভেনশন বেটার দ্যান কিওর। তাই প্রাথমিক ভাবে খুব সতর্ক এবং উন্নত জীবনযাপন জরুরি। বিশেষ করে মহিলাদের, কারণ তাঁরা নিজেদের নিয়ে যথেষ্ট সচেতন নন।

▶ হেলদি বিএমআই রেট মেন্টেন করা জরুরি। তাই প্রত্যেকদিন ন্যূনতম ব্যায়াম জরুরি। ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা শ্বাসবায়ুর ব্যায়াম খুব জরুরি। নিয়মিত।

▶ জল খেতে হবে অনেকটা অন্তত পক্ষে দিনে তিন লিটার।

▶ স্পাইসি এবং তৈলাক্ত খাবার একেবারেই বাদ দিলে ভাল। সেই সঙ্গে ধূমপান এবং মদ্যপান বাদ দিতে হবে।

▶ ঘুম হতে হবে পর্যাপ্ত সেই সঙ্গে খাবারের সময়সীমা ঠিক রাখতে হবে। বিশ্রামের প্রয়োজন ততটাই জরুরি যতটা সারাদিনের কাজ জরুরি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

27 August, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ অগাস্ট
২০২৫
বুধবার

**এশীয় শুটিংয়ে মেয়েদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি ইভেন্টে সোনা সিফট কৌরের**

# জিতে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল আজ নামছে মোহনবাগান

**প্রতিবেদন :** কলকাতা লিগে ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের জয়রথ। মঙ্গলবার বারাকপুর স্টেডিয়ামে জর্জ টেলিগ্রাফকে ৪-০ গোলে চূর্ণ করে লিগে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এল মশালবাহিনী। জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের নায়ক পি ভি বিষ্ণু। এদিন বড় জয়ে সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল বিনো জর্জের দল। ১০ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপে আর মাত্র একটি ম্যাচ বাকি বিনোর দলের।

চোটের কারণে জেসিন টি কে ও নাসিব রহমান ছিলেন না। শুরু থেকে খেলেননি সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তা সত্ত্বেও গোটা ম্যাচে আধিপত্য রেখে জয় ইস্টবেঙ্গলের। অথচ প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভানলালপেকা ও শ্যামল বেসরা নামার পর লাল-হলুদ আক্রমণে তীব্রতা বাড়ে। ৫৮ মিনিয়ে নামেন সায়ন। তবু ৬৮ মিনিট পর্যন্ত প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বিনোর দলকে। বিষ্ণুর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৮৩ মিনিটে সায়ন ২-০ করেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফের গোল বিষ্ণুর। ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল। সংযুক্ত সময়ে মনোতোষ মাজির গোল জর্জের কফিনে শেষ পেরেক গেঁথে দেয়। ৭৬ মিনিটে ডেভিড পেনাল্টি নষ্ট না করলে জয়ের ব্যবধান ৫-০ হতে পারত।

দুই নায়ক সায়ন ও বিষ্ণু।

বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে লিগের ম্যাচে নামছে মোহনবাগান। সামনে ক্যালকাটা কাস্টমস। বিএসএস-কে পাঁচ গোল দেওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়েই নতুন লড়াইয়ে নামছে বাগানের রিজার্ভ দল। কোচ ডেগি কার্ডোজো বললেন, আত্মতুষ্টি দূরে রাখতে হবে। জয়ের ছন্দ ধরে রেখে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে থাকতে চাই। কাস্টমসের ফুটবলাররা অভিজ্ঞ। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।

## তাজিকিস্তানে খালিদরা

**প্রতিবেদন :** কাফা নেশনস কাপ খেলতে মঙ্গলবার তাজিকিস্তান পৌঁছল ভারতীয় ফুটবল দল। জাতীয় দলের হেড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম পরীক্ষা খালিদ জামিলের। এদিন সকালে বেঙ্গালুরু থেকে দুই দলে ভাগ হয়ে দুবাই হয়ে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে পৌঁছয় খালিদবাহিনী। সেখান থেকে হোসোর যায় দল। তবে অমরিন্দর সিং, রাহুল ভেকেদের নিয়ে দ্বিতীয় দলটি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যায়। সুনীল ছেত্রীকে দলে নেননি খালিদ। ফিফা উইন্ডোয় টুর্নামেন্ট নয় বলে মোহনবাগানও ফুটবলার ছাড়েনি। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার আগে নতুনদের দেখে নেওয়ার সুযোগ খালিদের সামনে। ২৯ অগাস্ট তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ভারতের।

## আট বছরের খরা কাটাতে চায় ভারত

**রাজগির, ২৬ অগাস্ট :** দেশের মাটিতে আয়োজিত এশিয়া কাপ হকি জিতে আট বছরের খরা কাটাতে মরিয়া হরমনপ্রীত সিংরা। শুক্রবার থেকে রাজগিরে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট। গ্রুপ এ-তে জাপান, চিন ও কাজাখস্তানের সঙ্গে রয়েছে ভারত।

শেষবার ভারত এশিয়া কাপ হকি জিতেছিল ২০১৭ সালে। সেবার ঢাকায় আয়োজিত ফাইনালে মালয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতীয়রা। ২০২২ সালে টুর্নেমেন্টের শেষ সংস্করণে অবশ্য তৃতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এবারের এশিয়া কাপের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

**এশিয়া কাপ হকি**

হরমনপ্রীতদের কোচ ক্রেগ ফুলটন বলছেন, আমাদের প্রস্তুতি খুব ভাল হয়েছে। আট বছরের খরা কাটিয়ে এশিয়া কার চ্যাম্পিয়ন হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। আমরা কোনও দলকেই হাল্কাভাবে নিচ্ছি না। তবে নিজেদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। কোচের সুরে সুর মিলিয়ে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের বক্তব্য, চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। এই ট্রফিটা জিতেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে চাই। বিহারে এই প্রথমবার আমরা খেলব। আশা করি, হতাশ করব না। এদিকে, শেষ মুহূর্তে এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছে পাকিস্তান। তাদের জায়গায় এসেছে বাংলাদেশ। গ্রুপ বি-তে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চিনা তাইপের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ।

## ২৪ অক্টোবর আইএসএল শুরুর চেষ্টা

**প্রতিবেদন :** ফেডারেশনের সঙ্গে অস্থায়ী চুক্তি করে এবারের মতো আইএসএল আয়োজন করতে চলেছে এফএসডিএল। চেষ্টা চলছে ২৪ অক্টোবর আইএসএল শুরু করার। বৃহস্পতিবার ২৮ অগাস্ট দু'পক্ষের যৌথ প্রস্তাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পর ছবিটা পরিষ্কার হতে পারে। তাছাড়া এখনও চেন্নাইয়িন, বেঙ্গালুরু, ওড়িশার মতো দলগুলো প্রি-সিজন শুরু করতে পারেনি। তাদের ফুটবলার, কর্মীদের বেতন বন্ধ। ফলে ৬-৮ সপ্তাহের প্রস্তুতির সুযোগ দিতে হবে তাদের। আই লিগ জয়ী ইন্টার কাশীর আইএসএল খেলা নিয়েও এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এরমধ্যে সুপার কাপ সেপ্টেম্বরেই করতে চাইছে ফেডারেশন। এফএসডিএল ও এআইএফএফ-এর বর্তমান এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) চুক্তি শেষ হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। কিন্তু আইএসএল শেষ হতে মার্চ বা এপ্রিল। বাকি চার মাসের জন্য অস্থায়ী চুক্তি করতে পুরনো চুক্তি মেনে ২৫ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দিতে নারাজ এফএসডিএল। ১০-১৫ কোটির বেশি দেবে না আইএসএলের আয়োজকরা। ফলে আইএসএল চালাতে ফেডারেশনকেও গাঁটের কড়ি ফেলতে হবে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ বা নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে আইএসএল চলার মধ্যেই পাকা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় পাবে দু'পক্ষ। ততদিনে সুপ্রিম কোর্ট ফেডারেশনের নতুন সংবিধান অনুমোদন করে নির্বাচনের অনুমতিও দিয়ে দেবে। ফলে নির্বাচিত নতুন কমিটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে আলোচনা এগোতে পারবে এফএসডিএল।

## সুযোগ নষ্টে হার ডায়মন্ড হারবারের

**প্রতিবেদন :** ডুরান্ড কাপ ফাইনাল হারের ধাক্কা কাটিয়ে কলকাতা লিগে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে চেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। কিন্তু সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে মঙ্গলবার ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ০-২ গোলে হেরে গেল ডায়মন্ড হারবার। ঘরোয়া লিগে প্রথম হারের স্বাদ পেল ডুরান্ড রানার্সরা। ডায়মন্ডকে হারিয়ে লিগে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াই জমিয়ে দিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে দু'নম্বরে উঠে এল ইউনাইটেড। ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে ডায়মন্ড হারবার। এই গ্রুপে ভবানীপুর এদিন পুলিশের বিরুদ্ধে ৪-০ জিতে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে।

ম্যাচের একটি মুহূর্ত।

বিধাননগর পুরসভা মাঠে এদিন নিজেদের সেরা ফুটবল খেলতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার। অন্তত গোটা পাঁচেক সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে দীপাঙ্কুর শর্মার দল। বল দখলের লড়াইয়ে ইউনাইটেডের ছেলেরা দাপট দেখালেও সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে ডায়মন্ড হারবারই এগিয়ে ছিল। কিন্তু আঙ্গুসানা, আকিব, বিশাল, কিমা, নরহরিরা সুযোগ নষ্ট করায় গোল পায়নি ডায়মন্ড হারবার। ইউনাইটেড অবশ্য সুযোগ কাজে লাগিয়েই বাজিমাত করেছে। ম্যাচে তাদের দু'টি গোল করেন সুজল মুণ্ডা ও লালরেমরুয়াতা। ক্লাব সচিব তথা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের দল ভাল খেলতে পারেনি। তবু ডায়মন্ড হারবারই বেশি সুযোগ পেয়েছে গোল করার। কিন্তু ছেলেরা তা কাজে লাগাতে পারলে তিন পয়েন্ট নিয়েই আমরা মাঠ ছাড়তাম। গোল দুটোও খেয়েছি নিজেদের ভুলে।

## ফাইনালে কন্যাশ্রীরা শুভেচ্ছা শিক্ষামন্ত্রীর

**প্রতিবেদন :** অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালিকা বিভাগে ৬৪তম সুব্রত মুখার্জি ফুটবল কাপের ফাইনালে বাংলা। উত্তর দিনাজপুর জেলার নন্দঝার আদিবাসী তফসিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রীরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ডের দলটিকে হারিয়ে কোয়াটার ফাইনালে প্রবেশ করে। কোয়াটার ফাইনালে বিহারের দলটিকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে দিয়া বিশ্বাসের গোলে ১-০ ব্যবধানে হরিয়ানাকে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ফাইনালে ওঠার জন্য কন্যাশ্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ইতিহাস গড়ল বাংলার বিদ্যালয়ের মেয়েরা! নন্দঝার আদিবাসী তপসিলি উচ্চ বিদ্যালয় (উত্তর দিনাজপুর) ১-০ গোলে হরিয়ানাকে হারিয়ে প্রথমবার সুব্রত কাপে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ফাইনালে! ঝাড়খণ্ড, বিহারকেও হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' বাংলার অভিভাবক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের (আক্ষরিক অর্থেই) কন্যাশ্রীরা।

## পাঁচ গোলের থ্রিলারে লিভারপুলের বাজিমাত

**লন্ডন, ২৬ অগাস্ট :** প্রিমিয়ার লিগে নাটকীয় জয় পেল লিভারপুল। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ম্যাচটা নির্ধারিত নব্বই মিনিট পর্যন্ত ২-২ ছিল। কিন্তু সংযুক্ত সময়ের ১০ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে নায়ক বনে গেলেন ১৬ বছরের রিও এনগুমোয়া। ফলে ৩-২ ফলে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

অ্যাওয়ে ম্যাচের শুরুতে অবশ্য এলোমেলো ফুটবল খেলেছে লিভারপুল। কিন্তু খেলার গতির বিরুদ্ধে ৩৫ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন রায়ান গ্র্যাভেনবার্ক। বিরতির ঠিক আগে ভার্জিল ভ্যান ডাইককে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন নিউক্যাসলের অ্যান্থনি গর্ডন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার ২০ সেকেন্ডের মধ্যেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লিভারপুল। গোলদাতা হুকো একিটিকে। সবাই যখন ধরেই নিয়েছে, সহজেই তিন পয়েন্ট পেতে চলেছে লিভারপুল, কিন্তু ৫৭ মিনিটে ব্রুনো গিমারেসের গোলে ব্যবধান কমায় নিউক্যাসল। এর পর ৮৮ মিনিটে ২-২ করে দেন উইলিয়াম ওসুলা।

গোলের উচ্ছ্বাস লিভারপুলের এনগুমোয়ার।

তবে নাটকের আরও বাকি ছিল। সংযুক্ত সময়ের ১০ মিনিটে একটি দুরন্ত আক্রমণ থেকে গোল করেন পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা এনগুমোয়া। এই গোলের সুবাদে অনূর্ধ্ব ১৭ ইংল্যান্ড দলের সদস্য এনগুমোয়া এখন লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা।

## দাবা বিশ্বকাপ গোয়ায়

**মুম্বই, ২৬ অগাস্ট :** আগামী ৩০ অক্টোবর গোয়াতে বসবে দাবা বিশ্বকাপের আসর। মঙ্গলবার এই খবর জানিয়েছে ফিডে। দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কারমূল্যের এই টুর্নামেন্ট চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। শীর্ষে থাকা তিন দাবাড়ু সরাসরি আগামী বছরের ক্যান্ডিডেটস দাবার ছাড়পত্র পাবেন। সব মিলিয়ে বিশ্বের মোট ২০৬ জন নামী দাবাড়ু অংশ নিচ্ছেন নকআউট ভিত্তিক দাবা বিশ্বকাপে। এই তালিকায় রয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের ডি গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ-সহ মোট ২১ জন ভারতীয় দাবাড়ুদের দেখা যাবে এবারের বিশ্বকাপে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, দাবা বিশ্বকাপের আসর বসবে দিল্লিতে। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে ভেনু বদলে গোয়া করা হয়েছে।

মাঠে ময়দানে

27 August, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়লেন হনুমা বিহারী, ঘরোয়া ক্রিকেটে ত্রিপুরার হয়ে খেলবেন তিনি

# আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরেছি : সূর্য

**মুম্বই, ২৬ অগাস্ট :** সূর্যকুমার যাদব শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে একটা সময় সংশয়ে ছিলেন নির্বাচকরা। যদিও স্পোর্টস হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের পর ছ'সপ্তাহের মধ্যেই মাঠে ফিরেছেন সূর্য। এশিয়া কাপে তিনিই টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তাঁর রিহ্যাব প্রক্রিয়া কেমন ছিল, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন সূর্য নিজেই।

মঙ্গলবার বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে সূর্য বলেছেন, আইপিএলের শেষ দিকে আমার একটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই এমআরআই করানোর সিদ্ধান্ত নিই। রিপোর্টে স্পোর্টস হার্নিয়া ধরা পড়েছিল। এর পরেই জার্মানিতে গিয়ে অস্ত্রোপচার করাই।

সূর্য আরও জানিয়েছেন, চিকিৎসকরা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, সুস্থ হতে অন্তত ছ'সপ্তাহ সময় লাগবে। তাই প্রতিটি সপ্তাহ ধরে ধাপে ধাপে এগোতে চেয়েছিলাম। তাঁর বক্তব্য, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের চিকিৎসক ও ফিজিওরা কীভাবে সুস্থ হব, তার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। একটা করে সপ্তাহ ধরে রুটিন তৈরি করা হত। পরের সপ্তাহের রুটিন তৈরি হত কতটা উন্নতি হচ্ছে, সেটা দেখে।

সূর্য জানিয়েছেন, রিহ্যাবের সময় তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে দৌড়, ভারোত্তোলন, স্টিপলচেজ-সহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং করতে হয়েছে। শুরুতে তিনি ইনডোর এবং জিমে অনুশীলন করতেন। সূর্য বলেছেন, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পরিকাঠামো অসাধারণ। এখানকার জিম এতটাই বড় যে, একসঙ্গে ৩০-৩৫ জন শরীরচর্চা করতে পারবে। বিশ্বমানের সব সরঞ্জাম রয়েছে।

সূর্যর রিহ্যাবের দ্বিতীয় ধাপ ছিল মাঠে নেমে অনুশীলন এবং নেটে ব্যাটিং। তিনি বলেন, দু'সপ্তাহ পর মাঠে নেমে অনুশীলন শুরু করেছিলাম, তিনটে মাঠে ৬০-৭০টি পিচ তৈরি রয়েছে। শুধু রিহ্যাবের জন্যই নয়, বোর্ডের অনুমতি নিয়ে যে কোনও ক্রিকেটার এখানে প্র্যাকটিস করতে পারে। আমার রিহ্যাবের শেষ ধাপ ছিল ম্যাচ খেলা। সূর্যর সংযোজন, রিহ্যাবের সময় যে কোনও ক্রিকেটারকে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হয়। আমিও মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরেছি। আশা করি, আগের থেকেও ভাল খেলব।

# চার নম্বরে আমার কাজ সহজ করেছ

## পূজারাকে ধন্যবাদ বিরাটের

বিরাট-পূজারার সেই যুগলবন্দি।

**মুম্বই, ২৬ আগস্ট :** বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ঔজ্জ্বল্যে তিনি বরাবরই ঢাকা পড়েছেন। পারফরম্যান্স করেও বারবার তিনি চলে গিয়েছেন পিছনের সারিতে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে চেতেশ্বর পূজারার অবদান কেউ কখনও ভুলবেন না। তাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই বিরাট কোহলি। টেস্টে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য পূজারাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিরাট।

গত রবিবার সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন পূজারা। মঙ্গলবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পূজারার ছবি দিয়ে বিরাট লিখেছেন, 'চার নম্বরে আমার কাজটা সহজ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পুজি।' ভারতীয় টেস্ট দলের ব্যাটিং অর্ডারে পূজারা নামতেন তিনে, বিরাট চারে। ফলে নতুন বলটা বেশি সামলাতে হত পূজারাকে। পেস বোলারদের সামনে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে নতুন বলের পালিশ তুলে দেওয়ার কাজটা ভালভাবেই করতেন পূজারা। এর ফলে পরের দিকে বলের সুইংটাও কমে যেত। বিরাট এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। পোস্টে প্রাক্তন সতীর্থের উদ্দেশে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও লিখেছেন, 'অসাধারণ ক্রিকেট জীবন তোমার। অভিনন্দন। পরবর্তী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

# প্রয়াতদের পাশে বোর্ড

**মুম্বই, ২৬ অগাস্ট :** প্রয়াত ক্রিকেটারদের পরিবারের পাশে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সংস্থার সদস্যরা প্রয়াত হলে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করবে বোর্ড। এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। বেঙ্গালুরুতে ক্রিকেটারদের সংস্থার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও প্রয়াত ক্রিকেটারদের পরিবার যে এই সুবিধা পাবে, তা নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটারদের সংস্থা। তারা অবশ্য জানিয়েছে, সংস্থার সদস্য ছাড়া এই সুবিধা অবশ্য বাকিরা এখনই পাবে না। ক্রিকেটারদের সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য ক্রিকেটারদের পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি।

# সরফরাজ ১১২

**চেন্নাই, ২৬ অগাস্ট :** বুচিবাবু ক্রিকেটে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকালেন সরফরাজ খান। মঙ্গলবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে চাপের মুখে ১১১ বলে ১১২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন ডানহাতি মিডল অর্ডারি ব্যাটার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, একটা সময় স্কোরবোর্ডে মাত্র ৮৪ রান তুলতে না তুলতেই ৪ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল মুম্বই। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন সরফরাজ। তাঁর দুরন্ত সেঞ্চুরির ইনিংস সাজানো ছিল ৯টি চার ও ৫টি ছয় দিয়ে।

# চাপে বাংলা

**প্রতিবেদন :** চেন্নাইয়ে বুচিবাবু টুর্নামেন্টের ম্যাচে মঙ্গলবার প্রথম দিন তামিলনাড়ুকে প্রথম ইনিংসে ২০৩ রানে অলআউট করে দিয়েও দিনের শেষে চাপে বাংলা। ৫৮ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারিয়েছে বঙ্গ ব্রিগেড। ক্রিজে রয়েছেন অভিষেক পোড়েল (১৫) ও সৌরভ সিং(৮)। তার আগে রাহুল প্রসাদের (৫-৪৪) বোলিং বিক্রমে তামিলনাড়ু অল্প রানে গুটিয়ে যায়।

# জাতীয় দলে জায়গা হল না নেইমারের

**রিও ডি জেনেইরো, ২৬ অগাস্ট :** আগামী বছরের বিশ্বকাপে কি আদৌ দেখা যাবে নেইমার দ্য সিলভাকে! সংশয় কিন্তু বাড়ছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ দুটো ম্যাচের জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। এই তালিকায় নাম নেই নেইমারের। বাদ পড়েছেন আরও দুই তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং রডরিগো। তবে জাতীয় দলে ফিরেছেন ওয়েস্ট হ্যামের মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা।

নেইমারের বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ফর্ম নয়, চোট। গত বৃহস্পতিবার স্যান্টোসের প্র্যাকটিসে ঊরুতে যন্ত্রণা অনুভব করেন তিনি। স্ক্যান রিপোর্টে পেশিতে চোট ধরা পড়েছে। সেই মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখার পরেই নেইমারকে বাদ রেখেই দল ঘোষণা করে দেন আনচেলোত্তি। ফলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা আরও বাড়ল ব্রাজিলীয় তারকার।

নেইমারের বাদ পড়া নিয়ে আনচেলোত্তির বক্তব্য, গত সপ্তাহে নেইমার হাল্কা চোট পেয়েছে। বাছাই পর্বের শেষ দুটো ম্যাচে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাই শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে থাকা ফুটবলারদের দলে রাখা হয়েছে। নেইমারের যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। আমরা শুধু ওকে সেরা অবস্থায় জাতীয় দলের জার্সিতে দেখতে চাই।

ভিনিসিয়াসের বাদ পড়ার কারণও ফর্ম নয়। কার্ড সমস্যার জন্য তিনি বাছাই পর্বের দু'টি ম্যাচের মধ্যে একটি খেলতে পারতেন না। শুধু মাত্র একটি ম্যাচের জন্য তাঁকে স্কোয়াডে রাখা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেননি আনচেলোত্তি। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনেইরো-তে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। পরের ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর, বলিভিয়ার বিরুদ্ধে লা পাজে।

# দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু-প্রণয়

**প্যারিস, ২৬ অগাস্ট :** উদ্বোধনী দিনেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন। যদিও ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় দিনটা ভালই কাটল ভারতীয় শাটলারদের। প্রথমে মেয়েদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন পিভি সিন্ধু। এরপর ছেলেদের সিঙ্গলসে একই পথের পথিক হলেন আরেক ভারতীয় তারকা এইচ এস প্রণয়।

মঙ্গলবার সিন্ধু কোর্টে নেমেছিলেন বুলগেরিয়ার কালোয়ানা নালবানতোভার। সিন্ধু ২৩-২১, ২১-৬ গেমে ম্যাচে জিতে নেন। দু'বারের জুনিয়র ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন নালবানতোভা প্রথম গেমে সিন্ধুর কড়া পরীক্ষা নিয়েছেন। একটা সময় তো ভারতীয় তারকা ৭-১২ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২৩-২১ পয়েন্টে প্রথম গেম ছিনিয়ে নেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য একতরফা খেলা হয়েছে। মাত্র কুড়ি মিনিটে ২১-৬ ফলে গেম এবং ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। অন্যদিকে, প্রথম রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফিনল্যান্ডের জোয়াকিম ওল্ডরফ। ২১-১৮, ২১-১৫ সরাসরি গেমে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নেন প্রণয়।

# আলকারেজের সহজ জয়, বিদায় ভেনাসের

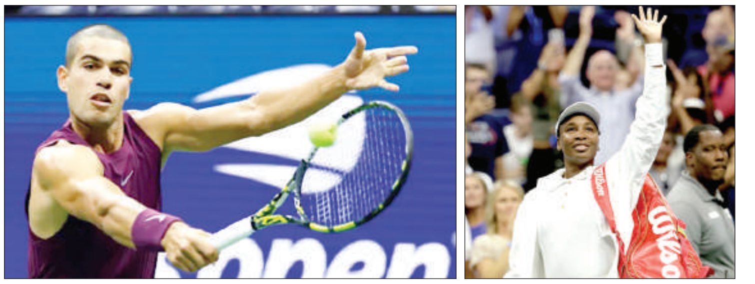

জয়ের পথে আলকারেজ। (ডানদিকে) কোর্ট ছাড়ছেন ভেনাস। ইউএস ওপেনে।

**নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট :** স্ট্রেট সেটে জিতে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে কার্লোস আলকারেজ। তবে স্প্যানিশ তারকা এদিন চমক দিলেন অন্যভাবে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আলকারেজ যখন পা রাখেন, তখন তাঁকে দেখে চমকে যান দর্শকরা। মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছেন! যাকে বলে বল্ড বাজ কাট। এই প্রসঙ্গে আলকারেজ বলেছেন, নতুন টুর্নামেন্ট শুরু করছি। তাই চুলে নতুন ছাঁট দিয়েছি। আমার ধারণা, ইউএস ওপেনের সঙ্গে এটা মানানসই হবে।

এদিন আলকারেজের প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকার রেইলি ওপেলকা। ৬-৪, ৭-৫, ৬-৪ সেটে অনায়াসে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন স্প্যানিশ তারকা। পরের রাউন্ডে আলকারেজের প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালির মাত্তিয়া বেলুচ্চি। এদিকে, ইউএস ওপেনে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তটা স্মরণীয় হল না ভেনাস উইলিয়ামসের। ৪৫ বছর বয়সি মার্কিন তারকা ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারোলিনা মুচোভার কাছে ৩-৬, ৬-২, ১-৬ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিলেন। তবে এই বয়সেও ভেনাস যেভাবে হাঁটুর বয়সি মুচোভার সঙ্গে দাঁতে দাঁতে চেপে লড়ে গেলেন, তা দেখে মুগ্ধ দর্শকেরা। খেলা শেষে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেন।

আবেগে ভেসে গিয়েছেন ভেনাসও। ম্যাচের পর তিনি বলেন, আমি অনেক মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। অনেকে বলতেই পারতেন, তুমি বাড়াবাড়ি করছ। গত কয়েক বছরে তো খুব বেশি ম্যাচ জিততে পারোনি। কিন্তু সেটা হয়নি। বরং সবাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এই ম্যাচটা হারলেও, সুস্থভাবে কোর্টে ফিরে আসার সুযোগ পাওয়াই আমার কাছে অনেক।